প্রথম খণ্ড।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান।

অর্থাং

লক্ষণানুযায়ী

ঔষধ-নিয়ন্ত্রণ-প্রদর্শক

এ ঔষধের শক্তির (ডাইলিউশনের) ব্যবহারগত মৌমাংসা।

"লক্ষণ হি চিকিৎসা-মূলং।"

জিন্দা, নাট্য, মল, যুক্ত, কৃদি, ঘর্ষণ, পিতাপা, হিকা, ডিলিমিয়া (প্রসাদিতি)

"সাধারণত বিকায়ে বহুল লক্ষণ ও অত্যন্ত নানা বিধি অতি কল্পন লক্ষণ রাহু। আমার অপর্ণদীীৰ্য অত্যন্ত বোধীতে সর্বৰ্দ্ধ। সেবিতে পাই ও বাহিদিগকে অবলম্বন করিয়া অতি করণ করণ পীড়া। আরোধ্য করিতে সকল হই, এই ধর তাহাই বিশেষ বিশ্লেষিততরূপে লিখিত হইল; হই যাহা। লোকে যে কোন রোগের যে কোন কল্পনার চিকিৎসা করিতে সকল হইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কৃষ্ণী এলু, এমু, এসু

প্রণীত।

পঞ্চ সংস্করণ।

পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত।

কলিকাতা।

১৫০ নং কুর্ণাওলিস লর্ট্ট হইতে দি, কাইলাই এফ কোম্পানি চক্রপ্রকাশিত।

১৩১১ সাল।

All rights Reserved by the author.
উৎসর্গ পত্র

প্রকৃতবদ্ধব—

সকাশচন্দ্র অষ্টাধর্য

প্রবর করকমলেন—

বল্লাসী প্রকৃত সথ্য, শ্রীরূপের অর্জ্ঞনাদি সিদ্ধি সথ্য হতুন কিন্তু সুবল শ্রীধার্মচ্ছি স্তম্ভ প্রাপ্ত প্রাপ্ত নহে। প্রত্যাবাস্তু শ্রীরূপন্ধি ধারাই প্রাপ্ত তুমি,
৮বিষাধ্য, ৮মোগোল, ৮মোগোল, ৮মোগোল, ৮মোগোল, ৮মোগোল, ৮মোগোল, ৮মোগোল, ৮মোগোল, ৮মোগোল, ৮মোগোল
অথবা শ্রীকৃষ্ণ অগ্রান্ত্র, লোপি, গণ্ডচরণ, ললিত ও শ্রীমান তার। গিরিষ্ঠক চক্রবর্তী ইত্যাদির সহিত একত্রে যে অন্ধকার, ভূমি, সন্ন্যাস, অনন্য করিয়াছি তারা এই ক্ষণ সৃষ্টিতে আসিলে কি যে এক আপূর্ব স্থে হয় তারা সৃষ্টীতে সঙ্গে তুলনা দিতে পারি না; কারণ সৃষ্টীতে যুগের কথা বিষয়, তারা প্রকৃত কি করিয়াছে যথায় না। আমার যাহী কিছু উন্নতি তারা তোমারই যথার্থতা আছি। তুমি শিবলোকে আছ। তুমি। নির্মলন; তোমার নাম আমার এই এলাকার চিরকাল থাকে, এই আমার প্রাণের চক্ষু তাই আমি তোমার উদ্দেশে আমার এই চিকিৎসা-বিধানের প্রধান যে ও উৎসর্গ করিয়া।

১৮৯৩ খ্রীঃপূঃ

তোমার

চন্দ্রকেশর
চিকিৎসা-বিধান।

প্রথম খণ্ড।

ধীর্ঘ-নির্ণাচন-অদৃশ্যক

প্রথম অধ্যায়।

জিহ্বা, লালা, শ্বাস ইত্যাদি।

জিহ্বা | TONGUE.

প্রত্যেক পীড়ার সময়ই জিহ্বার কিছু না কিছু পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিবর্তন জিহ্বার উপরিভাগের বর্ণণ এবং অবস্থাগত। ইহা স্বস্থতা চিকিৎসকের নিকট একটি গুরুত্ব বিষয়। এলাপাথি, কবিতার্ণ, হোমিওপ্যাথি যে মতের চিকিৎসকই হউন না কেন, প্রত্যেক চিকিৎসকই জিহ্বার পরিবর্তন দেখিয়া। ওষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অভ্যন্ত মতের চিকিৎসা শাখা এই জিহ্বার স্বস্থ স্বস্থ পরিবর্তন হইতে বিশেষ ফলাফল করিতে পারে না লাগেন, হোমিওপ্যাথি যে এই সম্বন্ধে পরিবর্তন হইতে ওষধের পরিবর্তন এত লক্ষ্য হয় যে, যিনি এই জিহ্বা লক্ষ্য করিয়া ওষধ দিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন। অতীত জিহ্বার যে পরিবর্তন লক্ষিত হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকই বিশেষ অনুশাসন রাখিয়া কার্য করিবেন। অনেক সময় এমন হয় যে ও শারীরিক অভ্যাস লক্ষণ এত অপর্যাপ্ত থাকে যে, তৎসম্বল ওষধ মিলাইয়া লুষ্ট করিতে বাছাই। তখন একমাত্র জিহ্বার অবস্থার এরূপ লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় রূপকার্য্যা লাগিয়া নিয়মে। নিয়মিত সৌজন্যের অবস্থার পাঠ করিয়া এ বিষয়ের ওপর বিশেষপ্রভূত ব্যবস্থারহ হইবে।

১১
জিহাব্ব ইত্যাদিন।

(১) গোপাল কৃষ্ণ নামক ৩৪ বৎসর বয়স্ক একটি যুবকের প্রথম অর্থাৎ গোপালের দ্বারে ইউরিয়া মুর্তিনাথী সুষ্ণিত হইয়া এথান বন্ধ হইলে যায়, কারণ মায়া তাহার এথান করাইবার চেষ্টা করিলে হয় না, কিন্তু কাঠামো হইলে উঠে না। পশুরিয়াম একেক খাড়া হইলুড় মুর্তিনাথী কাঠামো যায় এবং সেই স্থানে দিয়া। এখানে বুঝিয়া পুরুষারের চরিত্র নিচে পর্যন্ত ছড়াইল। পাড়া এবং পুরুষার ও তিনিতেও পরামর্শ দিলি। বার।

যে স্থানে এই ধরন দৃষ্ট হইলে, তর্কাস্ত অনুক্রমান না করিয়া কাঠামো কাঠামো দেওয়া হয় এবং তাহাতে ছড়াকার পুঁজ ও তৎসঙ্গে প্রাণাত্ম নির্গত হইল পড়িল।

পুরুষারের মধ্যে স্থানে চিরিয়া দেওয়া হইল। ৩০৩°, ৩০৪°, ডিগ্রী অর রোগীর শরীরের সর্ব্বপ্রথম লাগি ছিল। হিমার-সাল্ফাইড ইত্যাদি তুরত বিষ পর্যন্ত প্রথম দেওয়া হয়, কিন্তু তদ্ব্যতা কেন কলেস পাওয়া যায় না, পরে জিহাব্ব অথবার লক্ষ করিয়া দেখা গেল, জিহাব্ব পার্শ্ববর্তী পারিকার, মধ্যস্থলে সাদা সাদা এবং সর্বমধ্যভাগে হয়িতে, বেটারজেনের সর্বাঙ্গ। রহিত্তাচে।

জিহাব্ব এই অপারের সঙ্গে ব্যাপ্টিসিয়ার জিহাব্ব ব্যাপারে এই খুলে, প্রথম শব্দ, প্রথম ২ ঘটা অন্তর সেবন করিয়া দেওয়া গেল। তাহাতে ক্রমে ক্রমে অর করিয়া আসিল, পুঁজের ছড়াকার নই হইল।

একটি স্বাভাবিক দায় দিয়া দিয়া নির্দেশ হইলে লাগিল। এখানে ইহাতে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মধ্যে কর্মকে দিয়া ব্যাপ্টিসিয়ার পরিবর্তনে করিয়া অনেক একটি হেলে ব্যাপার আরম্ভ করা হয়, তাহাতে রোগীর অবস্থা করাপ হইল পাড়ায় পুনরায় ব্যাপ্টিসিয়ার আরম্ভ করিয়া। রোগীর সম্পুর্ণ হয়ে হয়ে পর্যন্ত কেবল ব্যাপ্টিসিয়া চলিয়াছিল। এই রোগীর নিবেদন জেলার রাজসাহীর অন্তর্গত বর্ধমান খানার অধীন বিশ্বচৌধুরী একমাত্র লোক আছে।

১২৪৫ সনের কার্তিক মাসে এই ধর্মীয় আমার চিকিৎসাধীন হয়। এই প্রকার রোগী সার্জিকোন এবং মেডিকেল কেবল একটি দৃশ্যাত্মক দৃষ্টিকোণ। এক জিহাব্ব লক্ষণ হইতে কি না করিয়া “ব্যাপ্টিসিয়া” নির্বাচন করিতে পারিতাম কি না। সেনেহ। ব্যাপ্টিসিয়া না দিলে রোগীর জীবন রক্ষা পাইতে কি না, তাহাতে
সন্দেহহল। বাহারা নিজেদের হোমিপাথি অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সাধারণ তাদের কোন শিক্ষকের নিকট হোমিপাথি শিক্ষা করিয়া থাকেন তাহাদের কিঞ্জিকলী, পাথলিক্য ও ডারেগ্নোসিস অর্থাৎ রোগ নির্দিষ্ট ইতাদি বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু তাহারাও যদি জিহ্বা, ধূমপীঠী, নড়াই ইত্যাদিতে প্রকৃতপক্ষে মোটামুটি লক্ষণের সকল অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে নিচ্ছে কৃতকায় লাভ করিতে পারিবেন। কারণ এই সমস্ত লক্ষণে ঔষধ ও তাহার ঔষধ-নির্দিষ্টকার্যের প্রধান সহায়, তাহা কলেজ বীর করিবেন। রুক্ষের ফল, পত্র ও ফুল ইতাদি বাস্তবক্ষণ হার যেমন রুক্ষতার পরিচয় জানে যায়, মূলভাগ হারপরিচয় তত সহজ নহে। মহাবুপ হানিমানের প্রায় রোগের অপরিকল্পিত ঔষধ-নির্দিষ্টকার্যে এই সমস্ত লক্ষণ রুক্ষের ফল পরিদর্শন হয়, ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঔষধ মনোনিম করিতে পারিলে তোমার রোগীর রোগ কোনো ঔষধের অধিকারে তাহা হিসাব নিশ্চয় করিয়া লইতে পারিবে। এবং তৎপ্রকারে আশচর্য ফল পাইবে সন্দেহনাই।

(২) আমি সদর থানায় হইতে মঞ্চল থাকাসারণ ইলামের নিকটে নামক আমার একটি অর রোগী বিশেষজ্ঞ হইয়া পড়ে, আমার একটি ছাত্র তারা শীঘ্র উষ্ণমুখ চক্ষুর মোটা সূত্রের অন্ত কোন লক্ষণ বিশেষ অপলোকি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র জিহ্বার অবস্থা ‘উজ্জ্বল’ লাল কর গোমাংস বহুর যায় দেখিয়া ‘হ্রাস-উজ্জ্বল’ এরোগ করেন, তাহাতেই রোগীর বিচার নষ্ট হইয়া ক্রমে অর তাহার পাইয়া সপ্তা মধ্যে রোগী আরোগ্যাভাব করে। এই প্রকারে জিহ্বার লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ-কর আরও অনেক রোগীকে দেখা গিয়াছে। জিহ্বার লক্ষণ যে একটি বিশেষ গুরুত্ব বিষয়, এবং তৎপরে পুনরায় প্রথম অবধারন করা যে, সকলেরই বিশেষ কর্ম্ম, তাহা বোধ হয় হানিমানক্ষণেরই বুঝিয়ে পারিবেন।

জিহ্বার বর্ষ ও অপরিক্কল্পিত অবস্থা।

তাহা কখনই ইরাকে জিহ্বার মহলা ও ইজ্জারেতে ‘কোটি’ বলে; সাধা...
মরলা পড়িলে “সাদা কোটিং” এবং হরিডাভ মরলা পড়িলে “হরিডাভ কোটিং” বলিয়া থাকে।


জিউরাল সাদা কোটিং হাম জার নাওহব—রাই, কুর্ভ-ক্র্যাপ, ক্রোকা, ক্রোকার, সাইক্রল, ফাটি, গ্যাফা, নাগ্ন-ক্র, পিটেনি, প্রাঙ্গ, সাল্ফ-এসি, এই কয়েকটা উষ্মহও উল্লেখ করেন।

(ক) এরাক্টের হাম সাদা-কোটিং—সাল্ফ-এসি।

(খ) মায়ের হাম সাদা-কোটিং—আস, কুথ্রা।

(গ) হুমকির হাম সাদা—মেনিপ্লামাস, *এন্টিক্রুড।

(ঘ) মেনুডর হাম সাদা—*এন্টিক্যার।

(ঘ) ভর্সার হাম সাদা—এন্টিক্লাইট, এরট, চেলিডো, মার্ক-সার্ব-নেটাস, ক্যুসফ্রাস।

জিউরাল সাদা-কোটিং স্থত
উষ্ম সম্পর্কে বিশেষ হক।

একোনাইট — জিউরাল গুল। আলালুই এবং খোটা লাগায় হারে বোধ

}
চিকিংসা-বিধান ।

এনাভিয়াম—জিহরা কর্ম্ম, তারী, পুষ, কথা বলিতে পর্য্যন্ত অক্ষর।

এপিট্রুড—জিহরা পুষ, সাদা ক্রিয়ার অতঃপর লালায়ত।

এপিসূ—জিহরা খুফু, এপিসূচিত, ক্ষীর। কোন বন্ধ গলাংকরণে অক্ষর।

আর্নিকা—জিহরা খুফু। চিড়িয়ে লেরা বেলা এবং রেলে যাওয়ার পরে বেলা বেলা। সাদা কোটা ও তৎসম্প্রে কুথা ও মুখের পাদ ভাল।

বোরাৎক্স—যাপ্তি রামক মুখের ক্ষত অর্থাৎ জারী যা।

ব্রাইনোমিয়া—পুষ, খুফু, অথবা 'রক্তধব্ধ' পার্শ্বপথ ও তৎসম্প্রে মধ্যস্থলে সাদা।

ক্যাল-কার্ব—জিহরা সাদা এবং এনে ছাল উঠিয়া গিয়াছে একো বোধ।

কুফ, ছোপন, এনে ক্ষতযুক্ত এই প্রাকৃত রাত্রিতে এবং অতঃপর গাত্রোথানের

পর বোধ।

কার্ব-ভেজী—কুফের গায় বেদনায়ক। জিহরা নাখিতে চাড়িতে কষ্টবোধ।

চয়না—ময়লায়ক। কুফ। আলায়ক এনে জিহরার উপর গোলামরীহ চিনি রাখা হইয়াছে।

চিনিনামু-সালিফ—সাদা সিউকাসে আরোহ এবং পল্লাদ হরিত।

সিরক্কুটা—বেলা ও দার্হায়ক ক্ষত অর্থাৎ পার্শ্বপথ ক্ষীর।

কলচিল্লামু—খুফু, তারী, শক্ত ভাবগুলা। স্পর্শবোধ শৃঙ্খল।

কলোসিস্তু—জিহরার অগ্রভাগ আলায়ক। একো বোধ হয় এনে গরম অলে দন্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্রোকাস—জিহরার পাপনীগুলি পরিবর্তিত।

ডাইসিলিওস—মুনি, বেদনায়ক ও ক্ষত।

হেলেবোরাস—খুফু, ক্ষীর, কোকার হার এবং অগ্রভাগ গোটা

গোটার মাটার শ্রী করিলে লাগে, বিঃ বিঃ ধরার হার ও পার্শ্ববোধ-পৃথী।

হাইড্রোসিলিয়াক-এসিড়—জিহরা সাদা কোটাং যুক্ত, পরে কাল

এবং নিতান্ত অপরিচ্ছার হয়, শীতল, অসাদো, শক্ত এবং অগ্রভাগ আলায়ক।
হাইপারিকাম — অত্যন্ত ময়লাযুক্ত।
ইমেলিয়া — জিহ্বা সম্ভল। নাড়িতে চাড়িতে ইহাতে কামড় লাগে।
কেলি-মিউর — কেবল মাত্র মধ্যভাগ সাদা। বোল্টার কামড়ের ভার আগে, অথবা ঠাণ্ড।
কোবালট — মধ্যকূল পাশাপাশি (পাথালিয়া) ভাবে ফাটা।
মাগ্নে-মিউ — অগ্নিতে পোড়ার ঘায় রাখভূবি।
মার্ক-কর — গুফ, লোহিত, সন্নিট, সীতা ও শর্ক। প্যাপিশালুিঙ্গুলি এত উচ্চ হয় যে এক একটি ফুড় সুড়ে কুলের ভার দেখা যায়।
নাক্ক-ম — গুফ এবং অর্থাত। জিহ্বা সাদা ও তৎসঙ্গে মুখ আঠাযুক্ত।
নাক্ক-ত — জিহ্বা ভারী এবং পার্শ্ববর্তী ফাটাফাটা।
গুলিয়েগুলো — জিহ্বা সাদা। মুখ এবং ওঠেক তফ। প্যাপিশালি গুফ
এবং উচ্চ।
প্লায়ামু-মেটা — জিহ্বার সাদা মিউকাস এবং তৎসঙ্গে মুখ আঠাযুক্ত।
জিহ্বা সাধারণতঃ সাদা। পার্স এবং অগ্রভাগ গোলাপী রং বিচিত্র। উপরিভাগ গোলাপী, গাছ, কখন কখন মধ্যভাগ এবং পশ্চিমভাগ হরিদ্রাভ। কখন কখন জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে।
ফসুরাদাস — জিহ্বার সাদা মিউকাস ও তৎসঙ্গে আঠাযুক্ত অবস্থ।
রাজিতে সাদা ফোটিরস্ত জিহ্বা ও তাহাতে আগা। কখন কখন মধ্যভাগ মাত্র
সাদা। অগ্রভাগ গুফ এবং হলুদরের হায়েবোধ।
পড়োফাইলামু — গুফ এবং অত্যন্ত অপরিচার।
সৌরিনামু — গুফ, গরম জল মেঝ হওয়ার হায়েবোধ।
পালস — আঠাযুক্ত মিউকাস। গুফ, মধ্যভাগ যেন মেঝ হইতেছে।
এরূপ বোধ।
কুম্ভাক — সমুদ্রভাগ উঁচ এবং অগ্রভাগ গুফ।
সার্সা-প্যাপিশালি — ভারী-ধাযুক্ত জিহ্বা।
সাল্কার — অগ্রভাগ এবং পার্শ্বের লোহিত।
রামেফানস — অভ্যুত পুরু, সাদা অপরিচার অবস্থা।
চিকিৎসাবিধানদ। ৮৭

জ্যাবাইনা—সাদা কোটায়ুক জিত্রা। তাহাতে ঈষৎ কাঁচারণ।
জ্যাবাডিলা—সাদা কোটায়ুক জিত্রা, অভ্যতঃ ঈষৎ নীলাভ দৃষ্ট হয়।
জিঙ্গ-মেটা—সাদা কোটায়ুক জিত্রা, বাল্কুষ, এতে বদরের সার
ঠাণ্ডা বোধ হয়।
.
.
.
.
.

নাইটু-এসি—ঘাসত জিত্রা ভোক ও সাদা।
লারোসি—ঘিসা বালা মিউকুরে আশুত। পাকশীল শুষ্কবোধ। মুখে
কোন লাগার সাদা রুক্তিতে পারে না। জিত্রা সাদা ও ভোক।

c্যান্স—ঘিসা অভ্যতঃ সাদা। মূখ তিক্ত। আহারে অনিচা।
বিসমাধ—ঘিসা সমাধের সময় সাদা কোটায়ুক, কিন্তু সে সময়ে শরীরে
ভাপ থাকে না বা জলকুচ পায় না।
.
.
.
.
.

এইটে টাইট—ঘিসা সাজল, পরিষ্কার এবং সাদা কোটায়ুক।

ত্যারাকসেরামুস—সাদা কোটায়ুক জিত্রা। ভাষে হাণে বেন ছাল
উঠিয়া গিয়াছে, তাহাতে থাক রক্ষিত ও কিছু কিছু ক্রেদনায়ুক অবস্থা।

২। হরিড্রার্বণ কোটাই—একনাইটান্তেক-কাকস, *ইন্দির-ছি,
এন্দোর, এমসোনেকার, বেল, গিদিন, মেলিন, *চায়না, চিন-সার্ক
কোক, কোস—সার্বি, ভিন্ন, কাসরোপা, কেরা, বেল্স, নোটবার্গ,
.গৌরিয়া, হাইডুটি, হাইপারি, কুলুবান্ড, সাইল, কেলি-আর্স, লাকট-এসি,
মেনিস্তার্মু ভাঙ্কা, ভাটুস-আর্স,' নাইটু-এসি, গ্লি, অক্সালিড-এসি, ফস,
ফাইটো, পালিয়েরাম, *পলিবোদ-এসি, হুস টকস, *কৌম্যক-স্টি, সিপিয়া,
ফ্ল্যাও, ভিরাট-ভি, জিঙ্গ-মেটা, জিত্রায়।
.
.
.
.
.

৩। ব্রাউন অর্থাৎ কাঁচারর কোটাই—(১)*আস', বেল,
কাকুটা, কোক, হাইস, কেলি-বাই, মার্ক-গ্রোটো-আইয়র্ড', প্লাস্ম, সাইল,
*সিকেলী, প্ল্যাসা, সালকার (২) ইন্দির, এএটিপি, এন্ডোর, কলচি,
.কুলুবান্ড, কুলা, তোমকোতা, মার্ক-আইয়ড-ক্রোম, মাইগোলি, বেল, অক-
ব্যালী-এসি, *প্লাসা, ফস, পালিয়েরাম-এসি, হাবাই, টেলিয়া, সিকেলী,
সোলাম-উইডারেসার্মে, সাবাল, টায়েরেট না। **ব্যাপট।
.
.
.
.
.

৪। কালচারের কোটাই—(২) আস', চায়না, ইলাইপ্ল, লাকে,
মার্ক, বেল, সিকেলী, ভিরাট-এসি, (২) মার্ক-ক্রু, মার্ক-সল, ফস।
৫। নীলাভ কোটা-আস, ভিজি, নিউরি-এসি, রাফে, টার্মার-এমেটিক, ধুঞ্জা।

৬। জিজ্ঞাসা ঘাটে ঘাটে কোটা আছে এবং কোনস্থানে নাই-লাকে, কারেনেনটাস, কাটা-মি, নাইট-এসি, টার্মারক্যুসাম।


৮। হাইড্রাবর্ণ জিজ্ঞা—(৩) এগার, এনালাস, অরাম-হাইড্রোজিনীড়ে স্ট্যান্ডিং, * ব্যাপ্টিস্টিয়া, বেল, চার্ওনা, কেলোসি, ফ্রা-এসি, ব্লেস, হাইনস-টিস্ট, হাইনস, কেলি-বাই, লাইনের, মার্ক-কার, নাইট-এসি, প্রায়মায়, ফস, * পলিপোরাস, টার্মারক্যুসাম, থুঞ্জা, জিভ-মেটা। (২) কামো, হাইপার-পারাক, ইপিকা, পাল্পস, হাবার্ডি, ভিরাট-তি।

(ক) ইথস কোটা-হাইড্রাবর্ণ-স্ট্যান্ডিং-ফস, বার্বরিস, ব্যাপ্টিস্টিয়া।

(খ) ইথস-ব্যাপ্টিস্ট-হাইড্রাবর্ণ-অস, কেলি-বাই, ব্যাপ্টিস্টিয়া।

৯। লালবর্ণ জিজ্ঞা—অস, ব্যাপ্টি-এসিটা, রাফে, ইলঞ্জান, লোগিস্টিস, ওএসি, প্রায়মায়, ফস, সিকেলো, ট্র্যামেন, ভাইপেরা।

(ক) কোটা লালবর্ণ জিজ্ঞা-ফস, ভাইপেরা।

১০। লালবর্ণ জিজ্ঞা—এটি-এসি, ব্লেসোইন, ক্রোনিলাস-হাইড্রাবর্ণ, ফ্রা-এসি, ইলাটিস্ট, হাইনস, আইর্ন, কেলি-টার্ট, ওলিফাম, অক্সালি-এসি, * ফস, সিকেলো, টার্মারক্যুসাম।
জিহ্বা ইত্যাদি।

জিহ্বার অন্তর্জাত অর্থ।


জিহ্বাটি হয়নি তার মৃদুল জিহ্বা। শুক্ল বা মাঝ আবছা নেই। শুক্ল জিহ্বা। সক্রিয় অবস্থায় অবস্থায়। এই অবস্থ৷


(ক) জিহ্বা অগ্রভাগে ফাটা ফাটা—* লাগে।

১৪। কালেবিনা অর্থাৎ অর্থের অর্থের সময় জিহ্বা
ফাটিলে—এল্যান্ডায়াস।

১২
চিকিৎসা-বিধান ।

১৫। উষ্ণ জিহ্বা—একোন, এমোনিক-কাব, এপিস, আস', ক্রোটন-টি, মার্ক-ক্র, ফাইটো, পালস, টিঁকুনিয়া।

১৬। জিহ্বা ভারী—এনাকা, বেল, কার্ব'-ভেজি, কলচি, গ্যারিয়া, হাইয়স, * লাইকো, মিউর-এসি, ভাটু-মিব, প্লাইম, সিকেলি, ট্যামো।

১৭। কথা রুহিবার সময় জিহ্বা ভারী—নাক-ভ।


১৯। জিহ্বা মুখের বাহির হইয়া থাকে—(১) এবিসিথ, একোন, বেল, সিনা, ক্রোটেলাস, * কাকিউ (ধনুহিতার বোগ), হাইড্রোসিনি, হাইয়স, লাইকো, * মার্ক-ক্র, মার্ক-নাইট-কাম, মার্ক-গ্রিটি-পিটের-ক্র, নাক্স-ভ, ওপি, প্রায়শ্চিত, ট্যামো, টীকুনিয়া, ট্যাবেকামু, ভাইপেরা।

২০। জিহ্বা মুখের বাহির করিতে অক্ষম—স্নেহিয়াম। ডাল-কামেরা, লাইকো, মার্ক, নাক্স-ভ।

২১। জিহ্বা কমিপিট অবশ্য এবিসিথ, এলকাহল, এলাজ, * বেল, রাজফ, কান্থা, কুপ্পান্স-আস, সেল, হাইয়স, লোনিয়াম, মার্ক, ওপি, প্রায়শ্চিত, সিকেলি, স্পাইজি, ট্যামো, ট্যাবেকামু, টারাক্সেকামু, ভাইপেরা।

২২। জিহ্বা যখন বহির্গত হয় তখন কােপে—মার্কিউরিয়াস।

ঝিঙ্ক সবকে ডং এলান, বেল, হেরিং এতদ্ভুতি সুফী চিকিৎসকমিত্রদের বিশেষ বহদ্ভিত্তির ফল।

২৩। জিহ্বায়ে ঝুলা বোধ—কাব'-এনি।

২৪। জিহ্বার অগ্রে ঝুলা, আহার করিলে উপশম বোধ—
 কাব'-এনি।
(ক) জিহারে জ্বলা—কলা, গাম্বা।

২৫। জিহার ঈষৎ নীলবর্ণ ও কক্ষযুক্ত—হাতি।

২৬। , শুষ্ক—হাস, খুজা।

২৭। জিহার স্পর্শকিলে ক্ষত স্থানের রয় বেদনা বোধ—*** খুজা।

২৮। জিহার রক্তবর্ণ—আগা, হাস, ভ্রাট।

২৯। , এবং মধ্যভাগে মেটে রং—নাখার।

৩০। শুষ্ক, ত্রিকোণাকৃতি রক্তবর্ণ—*** হাস।

৩১। , কক্ষযুক্ত—** ইন্দু, ** থুজ, কেলিকাব', হাতি।

৩২। , যে অন্য ফোক্সা উঠিয়াছে—হাতি।

৩৩। জিহারে বেদনা যেন যা হইযাছে—ইন্দু, কেলি-কাব।

৩৪। জিহার–ক্ষত ও বেদনাযুক্ত—হিপা, "থুজ।

৩৫। , এবং পার্শ্ব লাল—*** ভ্রাট, দিকেল।

৩৬। জিহা তালুতে লাগিয়া খাকে—*** নাঝ-ম।

৩৭। , হইতে রক্তশাল—হারার।

৩৮। 'নীলাভ—*** আগা, কাব'-ত।

৩৯। , প্রশংসা এবং পার্শ্বে কাঁজ-কাঁটা—কেলি-বাক, **মার্ক, পড়া, হাস।

৪০। , প্রশংসা লক্ষলকে—কাদি, চিনি-সা।

৪১। , অত্যন্ত প্রশংসা–পাগড।

৪২। জিহার অগ্নি হইতে মধ্যভাগ পার্শ্ব বোধ হয় যেন

dৃষ্ট হইবা গিযাছে—সেরি।

৪৩। জিহা পরিকার—*এলুমি, কান্টা, কাঠ, * সিনা, ডিকি, জেলাস,

bd, হাইযা, ইলাঙ্গা, ইরে, * ইপিকা, মাছে-কা, * হাস, সাইলি পাদমো, সাদা।,
চিকিৎসা-বিধান।

৪৪। জিহ্বা পরিচার, অগ্রভাগ শূক্র ও লালবর্ণ—সিকেলি-ক।

৪৫। ” পরিচার বামদিকে, দক্ষিণদিকে অপরিক্রুত—
লোবিলিয়া, হ্রাস।

৪৬। জিহ্বা পরিক্রুত ও শূক্র—লাইকো।

৪৭। ” ” পুরাতন গীড়োয়—এপিস।

৪৮। ” কখনই পরিক্রুত নহে—***আপি।

৪৯। ” অপরিক্রুত, কালবর্ণ, শূক্র, কর্দমের ফ্যায়—আস।

হিপার, লাইকে, মার্ক-ত।

৫০। ” ” মেটে রং—আস, হাইস, ব্রাই, কেলি-বা, হ্রাস,
লাইকো, সালফা, সাইলি, ইলাইট।

৫১। ” ” কেবল মাঝে মাঝে একটি মেটে
রংরের দাগ—আপি, ক্যাপটিক, ইউপেটো-পার্পি, আইলড।

৫২। ” ” মেটে রংরের আভাযুক্ত শেষে—সোরি।

৫৩। ” ” মাঝে অপরিক্রুত সাদা—আবার্দি, সিকেলিয়া।

৫৪। ” ” অপরিক্রুত সাদা। কোটিযুক্ত—(১) * একোন, ইন্ডিয়ান,
* এন্ট-ক্রু, একার, এনাকা, বারাই, ক্যালকে, কার্ব-আই, 
* বিস্মাথ, চায়নি-গ্যাস, সিকেন্ড, ফিকো, সাইক্লা, বিড়ি, ফ্রো, 
* ইউপেটো-পার্পি, ইলিকা, কেলি-কার্ব, লোবি, মার্ড-কা, 
নাইক-ম, প্রাটেংকা, পাদে, 
পলিপো, আরি, * পাল্ডুস, হ্রাস, সিকি, স্পাইকিলি, হঠারি, সাল্ভা, ভিরাট।
(২) ক্যামো, চেলিডো, চায়না, কেলোসি, জেলস, আইলিস-ভা, কেলি-না,
ফ্রিয়েজো, মেজি, লরেডো, মার্ক-ভ, নাইক-ম, ফস, রাফে, সিকেলী, জিউ।

৫৫। জিহ্বা অপরিক্রুত, সাদা, পাশে শূক্র—ককিউলাস।

৫৬। ” ” সাদা, পুরু ও থক্ষে হুগলিয়ে ফ্যায়—ঢাক-ক্রুড।

৫৭। ” ” অথবা পীতাভ মেটে—ভিরাট।

৫৮। ” ” পুরু—***মেজি, পাদে।
জিহ্বা ইত্যাদি।

৫৪। জিহ্বা সাদা সাদা সরের যায় পদার্থে আরুত—
ংষ্ট-টাইট, সিকে, পড়ে।

৬০। „ সাদা ময়লায় আরুত—আর্গি, চাঁদনা পড়ে।

৬১। „ সাদা কোটাই, মধ্যে মধ্যে পরিকার লাল লাল
লাগ—হিপোমে, টারাকেসে।

৬২। „ পীতাঙ্গ ময়লায় আরুত—ওপি।

৬৩। „ শক্ত মিউকাসে আরুত—কাষ্ঠ।

৬৪। জিহ্বা সাদা, পালকের ভায়—***কল্টী।

৬৫। „ অপরিক্রম দিবসে, সঙ্ক্ষরির সময় লাল
ও পরিক্রম হয়—***সালফ।

৬৬। „ অপরিক্রম সাদা অথবা পীতাঙ্গ—ইকুই, আর্গি,
*নাইটেসি, সালফা, নাক-ভ, সোরি, পাল্ডু।

৬৭। „ সাদা, মধ্যস্থলে, পাশে কাল কাল রেখা—পিটে।

৬৮। „ সাদা হই পার্শ্বে, লাল মধ্যভাগে—কট, কাষ্ঠ।

৬৯। „ অপরিক্রম সাদা ৪-এ, এম সময় মধ্যে অগ্রভাগ
ও পার্শ্ব লাল—মাঘমি।

৭০। জিহ্বা অপরিক্রম, সাদা পার্শ্বে, মেটার্বঃ মধ্যভাগে
আইয়েড, ফস।

৭১। „ মধ্যভাগে, পার্শ্ব লাল—বাপ্টি, বেল, জেলস।

৭২। „ অগ্রভাগ ও পার্শ্ব লাল—সালফ।

৭৩। জিহ্বা পরিক্রম সাদা অথবা কাঠার্বায়, পার্শ্ব লাল
মধ্যভাগ কাল—ফস।

* রাজি ১টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত দমর্কে ৫, ৬ম, A M ও বেলা ১টা হইতে রাজি
১২টা পর্যন্ত পি, এম, P M বলে।
চিকিৎসা-বিধান

৭৪। জিহ্বা পরিষ্কৃত সাদা অথবা হিরিডাবর্ণ মধ্যভাগে, পার্শ্ব ফেঁকাশে বা রক্তশুষ্য—চিনি-সালফ।

৭৫। অত্যন্ত—*ব্রাই, কাশা, কেলিবাই, নাকপুড়, সিকেল।

৭৬। মধ্যস্থলে মেটেবর্ন—যাপন, ইউপেটো-পাপি।

৭৭। জিহ্বার কেবল মধ্যভাগ অপরিষ্কৃত—ফস।

৭৮। জিহ্বা অপরিষ্কৃত সামায় প্রকার—এরানিয়া-ড।

৭৯। লুক—ব্রাই, কাশা, পলিপো।

৮০। পুরু, ময়লাযুক্ত—ফস।

৮১। হিরিডাবর্ণের পুরু, ময়লাযুক্ত—কেলি-বাই, পড়ে, পলিপো, স্পাইজি।

৮২। হিরিডাবর্ণ মেটেবর্ন মধ্যস্থলে, অগ্রভাগ ও পার্শ্বভাগ উচ্চতর বালো—* যাপন।

৮৩। জিহ্বা হিরিডাবর্ণের পুরু ময়লারুত্ত, অগ্রভাগ নাল—পলিপো।

৮৪। জিহ্বা হিরিডাবর্ণ—বেতি, সিডুন, কামো, হানা, ইউপেটো-পার-কো, * কেলিবাই, ** পড়ে, পলিপো, সিকেলী-ক।

৮৫। অপরিষ্কৃত পীতাভ সাদা—আস, কামো, সাইক্লা, জেলস, ইপিকা, জাটা-মি।

৮৬। * ফাটা ফাটা—হুরারী, লাইকো, * স্পাইজি, কার্ব-ভ।

৮৭। * সুকুম্র—**আস, অগ্নি, কার্ব ভ, কটু, ডালকা, লাকে, লাইকো, * ফস, পড়ে, *হাস, হামো।

৮৮। * চটে চটে—*কোন।

৮৯। জিহ্বা সুদূর, প্রাতে জাগ্রত হওয়া মাত্র—কালকে, নাইট-এল।
জিন্নাহ ইত্যাদি।

৯০। জিন্নাহ ফোক্সপূর্ণ—ক্যামে।

৯১। জিন্নাহের ফোক্স' ও তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা—ক্যাপিল, কার্লেনি।

৯২। জিন্নাহ, তাহার পাশে ফোক্স ও তাহা লালায়তক্ষণ—
কার্লেনি।

৯৩।”,” পাল্লো—কামলী চিনি-সালফ।

৯৪।”,” অপ্রীম বুন্ধু—ক্লেট।

৯৫।”,” চুলকানিয়ুক্ত—সিডুন।

৯৬। জিন্নাহ বড়—গালস।

৯৭।”,” বুদনায়ক—টিসিদ।

৯৮। জিন্নাহের উপর যেন ময়ূর অর্থাৎ মানচিত্র অধিকারের অন্ত্রয়—ল্যাকে, *” চক্রু-মিশ, কেলি-বাই, রানান-বাংলা, ট্যাকসেथিয়া।

৯৯। জিন্নাহ পিংশেবর্ণ—* ফেরো, * ইপিক, ** সিকেলী-কাট।

১০০। জিন্নাহ অর্ব কাত্তকভাগে—হাইস।

১০১। জিন্নাহের কাউন্টাবিচ্যুৎ বোধ—সিডুন।

১০২। জিন্নাহের কাউন্টা কাউন্ট—বিচ্যুৎ এখানে বোধ হয়,
আহারাস্ত্রে আর থাকে না। সিডুন।

১০৩। জিন্নাহ বাস্তর করিতে কমন—হাইস, ল্যাকে, ট্রামো।

১০৪।”,” কম্পানয়ুক্ত—ওপি।

১০৫।”,” যেন একথায় কোচা মাংস—এপিড।

১০৬।”,” ক্রমাঙ্গনে লাল ও সাদা দাগপূর্ণ—*এন্টি-টাইট।

১০৭।”,” লাল এবং শুঙ্ক—বেল, ল্যাকে।

১০৮। জিন্নাহ লাল—এলোস্ক, বেল, আই, কলোসস, লাইকে, **
হান, ট্রামো, * কেলি-বাই, ** থুর্জ, *, টেরিবি ফিরাট।
১০৯। জিহ্বা উজ্জ্বল লাল—কন্ধ, লাইকো।
১১০। " গাঢ় লাল—কর্ণিক, ইল্যাপস, হাইটস।
১১১। জিহ্বার লাল লাল দাগ মাঝা পর্যন্ত—*আস, ফস-এসি।
১১২। জিহ্বা খস্বসে—লার্কে।
১১৩। জিহ্বা খস্বসে সাংদা—এনাকা।
১১৪। " খস্বসে নহে ( নির্মান )—*কেলি-বাই, *লাকে।
১১৪। " বেন গরম জলে পুড়িয়া গিয়াছে বোধ—
*ইকুই, নাইমেক।
১১৬। " মাটী ও তালু বেন দঁধ বোধ হয়—নাইমেক।
১১৭। " অগ্নিভাগে বেন বোধ হয় চুল রহিয়াছে—
নাইলি।
১১৮। জিহ্বা অত্যন্ত স্পর্শবোধমৃদ্ধ—ওয়াক।
১১৯। " ক্ষু মৃদ্ধ—এওি, ক্যাথা, মার্কক, ভাবাছি, টেরিভ।
১২০। জিহ্বা করত কিন্তু কথা কহতে কি বাহির করিতে
কোন করত বোধ হয় না—এওি।
১২১। জিহ্বা হইতে সহজে রক্তমাট হয়—কাফ।
১২২। " চট্টষ্টে, হরিদ্রবর্ণ—সিকেলী-কো।
১২৩। " পিচিল—চেলি, পিট্রেল, ফস-এসি।
১২৪। " শাল—কল্চি, কোনা, লাইকো, ** ভিটার।
১২৫। " ও বেদনাযুক্ত—কোনা।
১২৬। জিহ্বা ফোট—সিকুটা, ডাল্কা, ** খুজা, * দ্রামো,
**ভিটার, মার্কক।
১২৭। " " এবং কাল—ইল্যাপস।
128। জিন্না দন্তের ছাপাযুক্ত—লালি, **মার্ক-ভ।
129। "ফুলা যেন শীতে অবশ-প্রায় হইয়াছে—ডাল্কা।
130। "সম্প্রিচয়—লিউই-এলি।
131। "স্পোর্স বেদনাবোধ—এপিস, গ্যাফা।
132। "অত্যন্ত কাপে—কাফ, কাফ, লাকে, লাইকে, মার্ক-ভ।
133। "বহির্গত করিতে কাপে—লাকে।
134। "অত্যন্ত পুরু—বারাইটা।
135। "খুরাখে—কাঙ্গ।
136। "জিজ্জার পার্শ্বে ও অগ্রভাগে ফোক্স-ফোক্সা তাহ।
অত্যন্ত ঝালা ও বেদনাযুক্ত—এপিস, কার্ব-ভ, গুঞ্জ।
137। "ফোক্সা—লাইক্যা।
138। "অগ্রভাগে ফোক্সা—কার্ব-এলি, *লাকে, লাইকে।
139। "জিজ্জার-পার্শ্বে ফোক্সা—কার্ব-এলি, গুঞ্জ, **এপিস।
140। "জিজ্জার পাপিলোয়ুলি (Papillae) পাচাই-টাইট, বেল, মেজি, নাকু-ম, গ্যামে।
141। ""লাল ও উচু চু—একেন, *এন্টি-টাইট।
142। ""উচুল লাল এবং উচু উচু—
**বেনোন।
143। জিজ্জার পাপিলোয়ুলি উচু বড় বড়—মেজি।

† গ্রতি অগ্রভাগের কায় দুই কুটি কোম্বল লাল লাল, যাহা জিজ্জার ইপিয়িঝাগে মহাবাচ্যে দেখিলে পাওয়া। যাহা, তাহাকে পাপিলোয়া হলো। ইহা পাকার করণে জিজ্জার ইপিয়িঝাগ নির্মাণ করে, অথচ কোম্বল, বড়।
চিকিৎসা-বিধান।

১৪৪। জিহ্বা অগ্রভঙ্গ রক্তবর্ণ ত্রিভূজাকৃতি—*** হাস।

১৪৫। ” মধ্যভাগে এবং অগ্র পর্যন্ত লাল, শুক্র ভোরা—*ফস।

১৪৬। জিহ্বা উজ্জ্বল—এপিড, *লাকে, কিলা, টেরিবি।

---00---

মুখের আবাদ ও তাহার পরিবর্তন, TASTE.

১। আবাদের পরিবর্ত দেখিতে পাইলে—(২) একে, একো, লাকে, লাকি, ভাই, কামান চায়না, ফুলিয়া, মার্ক, নাকাঁস-ভ, ছালু, হাস; কাপ্সি, কাব-ভ, ছিপা, কোলি, ভাটু-মি, হাটু-মিউ, পিট্টা, দুষ, হাবুই, সিপি, সুইল, টার্ফি, সালক, তারাট; (৩) ফেঁদি, কালকে, কুপা, রং, লাকে, লাকে, ম্যানে-মিউ, সাপিলি, টাউনা, সালক-এসি, টারকেফাম, ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। শীত্র আবাদ—চায়না।

৩। পিত্ত আবাদ জন্য—(১) একেন, ইউপে-পারেকো, আঁটি, আস, **হাই, কালকে, কামান, **চায়না-সা,** চায়না, হাটু-মি, *নাকাঁস-ভ **ছালু, হাবুই, সিপি, সোরি, সাপিলি, সালক, তারাট; (২) এমনি-কার্ব, কাব-এনি কাব-ভ, কালোসি, কোনা, দুষি, ফেঁদি, ইলকা, লাকে, লাকে, ম্যানে, প্রাপ্তি, টার্ফি, টার্টা, একে-কুই, ইলকা, ডালকা, জেলসু, এলকা, ছিপা, থুজা, * কোলি-কা, কালকে, এরানি।

৪। মুখ পিত্ত ও তৎসঙ্গে জিহ্বা পরিক্ষা—চিনি-স।

৫। মুখ তিত্ত্ব ও ইংহ্য মিকট—মিনিয়ালিস।

৬। মুখ পিত্ত কিন্তু কিছু আহার করিলে তাল বোধ হয়—সালক, **সোরি।
জিহ্বা ইত্যাদি। ৯৯

৭। রক্তের যায় আমাদ—(১) ইপিকা, * সাইলি, জিঃ; (২) এলাম, এমানি, ফেরা, কেলি, হাটুঁ-মি ভাবাইনা, সালফা।

৮। অঙ্গবের যায় আমাদ—(১) সাইক্রামেন, পাল্স, নাকুসং, রানান্, বিখ্যাত, সালফা।

৯। ত্যত্তজেনক যায়—(২) ** পাল্স, ** বেল, হাইয়াস।

১০। পুঁজের যায় যায়—(১) আর্ক, হাটাম, পাল্স।

১১। কর্দমের যায় যায়—(২) ক্যানাবিস, চায়না, ফেরা, হিপা, ইপে, ফস, পাল্স, হ্যামা।

১২। জলের যায় এক প্রকার যায়—(১) বাই, চায়না, বাস্তি, পাল্স, হ্যামা, * ক্যাপসি, ইপিকা, হ্যাম, সালফ; (২) ইপে, হাটুঁ-মি, একশ, একি, আর্থি, আর্থি, বেল, হ্যাম, ম্যাপে-মি, হাটুঁ-মি, পিটুটু, ফস, ফল- এসি, রুচি, হ্যামা।

১৩। তিম ইত্যাদি প্রাচীন যায় মুখের যায়—(১) একশ, ** আর্থি, কাটু, কুপা, * একশ, মার্ক, পাল্স, হ্যাম, সালফ। (২) বেল, হাই, কার্ব-ভ, ক্যানাবিস, কোনা, হাটুঁ-মি, নাকুসং, পিটুটু, ফেরা, ফস, ফস-এসি।

১৪। প্রকার যায়—(১) বোঝি, ক্যানাবিস, এনাক, ** বেল, হিপা, হাই, হ্যাম, * নাকুসং, মাল্টা, পিটুটু, ব্যাক্টে, পাড়া, ** আর্থি, কাপসি, নাকুসং, ভার্টিদ্রুত, ** সোরি, পাল্স, জেলস, ক্যানাবিস।

১৫। তৈলাদি সেহ পদার্থের যায় যায়—(১) এলাম, * এসাফি কাটু, * হ্যাপো, লাইকে, সাটের, পাল্স, হ্যাম, ভাবাইনা, * সাইলি, ভার্টিদ্রুত।

১৬। ঘায়ের যায় যায়—(১) নাকুসং, ফস-এসি, পাল্স, সাদার- ফ্রামু, ভার্টিদ্রুত হ্যামা, সালফা।

১৭। ভালাক্টে যায়—(১) এলাম, এমানিস, কালকের, * কুপা, হাটুঁ-মি, লাইকে, নাকুসং, হ্যাম; (২) এলাম, কলাসি, সাসাঁক্রা, সেনিগা, সালফা, জিঃ, মার্ক-কর, মার্ক-ভ, * হিপা, দাস, * ইপেটু।

১৮। যায় লোচের যায়—(২) ঝালক।
চিকিত্সা-বিধান।

১৯। মনের স্বাস্থ্য আঠাআঠা স্বাদ—(১) অর্থি, বেল, ক্যামো,
চায়ানা, **পালস, ল্যাকে, ডিফএ, লাইকেও, মান্সে, হাঁটু-মি। (২) মার্ক, নাস্ক-ভ, * পিটে, ফস, লাইকো, হাস।

২০। চাক্ষুসী আমার—লাইকেও।

২১। পচা তৈলের স্বাস্থ্য স্বাদ—(১) এলাম, এশিয়া, এসফিক, ব্রাই,
ক্যামো, *ইপিকা, মিউর-এসি, নাস্ক-ভ, পিটে, পালস, সালফা, কার্ব-ভ।

২২। লবণাক্ত আমার—(১) আস, কার্ব-ভ, *মার্ক, *ফস, ফস-
এসি, পালস, * সিপি, জিখা ; (২) চায়না, কুড়া, ল্যাকে, লাইকেও, **হাঁটু-মি,
গ্রাফা, আইসফো, নাস্ক-ম, নাস্ক-ভ, হ্রাস, সালফা, ভিরাট।

২৩। অন্য আমার— (১) এমোনি, বেল, ক্যালক, চায়না, কেলি,
মার্ক, হাঁটু-মি, ** নাস্ক-ভ, হিপা, ফস, পল্ডা, পালস, সালফা ; (২) এলাম,
কার্ব-এসি, * ক্যামো, চায়না, কক্তাড, কেনা, কুড়া, * গ্রাফা, ইপিকা, * ল্যাকে,
** লাইকেও, মান্সে-এসি, মান্সে-মি, হাঁটু, নাইট-এসি, সিপি, ট্যারাকুস ;
(৩) বাষ্পি, ভিরাট।

২৪। অত্যন্ত পদার্থের স্বাদই অঞ্চলপে পরিবর্তিত হয়—
* ল্যাকে।

২৫। মিক্স আমার—(১) ব্রাই, চায়না ডিফিং, মার্ক, নাইট-এসি,
* ফস, হেল। * নামিডি, ফ্যাস, হোলা, সালফা, (২) একোস; এলাম,
'এমোনি, * কুড়া, কেলি, ইপিকা, কেলি, লাইকেও, মার্ক, নাস্ক-ভ, হ্রাস, সার্ফ, সালফ-এসি।

২৬। ঈদৎ মিক্স স্বাদ—(২) ইপিকা।

২৭। খাদ্যরৈক তিক্ত আমারযুক্ত—(১) ** ব্রাই, কেলসি,
ফেরা, হিপা, হ্রাস, সালফা, চায়না।

২৮। জল ব্যাপ্তিত সমতলই তিক্ত—(১) একোস।
(ক) জল তিক্ত বোধ হয়—*আস।

২৯। দোক্ষিন এবং পাস্কির পর মুখে তিক্তস্বাদ—(১) আস,
* ব্রাই, * পালস, হ্রাস, নাইট-এমি।
জিজ্ঞা ইত্যাদি।

৩০। ভোজনের পূর্বে ও পরে মুখ তিক্ত—কাব্জ ও পালস।
৩১। জল এবং খাদ্যব্য তিক্ত—(১) চায়ানা, পালস।
৩২। সমস্ত পালাধীর তিক্ত—**বাঁ।
৩৩। আহারের পূর্ব মুখ পাপাবোধ—হাস্তগত।
৩৪। খাদ্যব্যে অত্যন্ত লবণবোধ—কাব্জ—ভেঁজি, সালফার।
৩৫। খাদ্যব্যে টক লাগে—ক্যালকে, চায়ানা, ক্যাপসি, লাইকে।
৩৬। আহারের পর মুখে টক আম্বাদ—কাব্জ, কিউইক্রাটা—
মিমি, নাখ্লেভ, পালস, সাইলে।

৩৭। হংস আহারের পর মুখে টক আম্বাদ—কাব্জ, সালফার।

৩৮। রুটি মিষ্টি বোধ হয়—মার্কিউরিয়াস।
৩৯। রুটি তিক্ত—ভেঁজি, বুলি।

৪০। বিয়ার নামক মদ মিষ্টি বোধ হয়—পালস।
৪১। তামাক টক বোধ হয়—ট্যাফি।
৪২। তামাক তিত্তু—ক্রিকেলাস।
৪৩। তামাক খাঁটি বমি বমি ভাব হয়—ইলিকাক।
৪৪। তামাক খাওয়ার (ধুমপান) পর মুখ তিত্তু—**এনাক, পালস।

৪৫। প্রাতঃকালে মুখ তিত্তু—আরিশি, পালস।
৪৬। " মুখ পাঁচ—হাস, সালফার।
৪৭। " মুখ টক—নাকাস-ভ, সালফার।
৪৮। " মুখ মিষ্টি—সালফার।

৪৯। মুখে কোন স্বাদই অনুভব হয় না—(১) বেল, লাইকে,
*টিমি, ফস, *পালস, **পাক, সাইলে; (২) এলাম, ওমূনি-মিউ,
চিকিৎসা-বিধান

এনাকা, ক্যালকে, হিপা, হাইরাস, কেশিই, ক্রেজেলো,* ক্যাংসি, ম্যাসে-মি, নাকূ-ভ, সিকেলী, সিপি, ভিরাট।

৫০। পক্ষাগত ইত্যাদি স্থায়ী পীড়া হেতু মুখে যাদ না থাকিলে - বেল, হাইসে, লাইকে, হাটু-মি, নাকূ-ভ, সিপি, ভিরাট।

৫১। স্যন্দ ইত্যাদি লাগা হেত কোন প্রকার যাদ অনুভব করিতে না পারিলে -(১) নাকূ-ভ, পাল্স, সাল্ফা; (২) এলাম, ক্যালকে, হিপা, হাটু-মি, সিপি।

লালা বা থুথু। Saliva.

লালা একটি গুল্মর বিশ্ব বটে। ঈহার আবাদন ও অভাব অবহ্র, ওষধ-নির্বাচন সময়ে বিশেষ সহায়তা করে সন্দেহ নাই।

আমি পারবার থোকা। কালে ভাকার জগৎচর্ব রায় এল, এম.এস মহাশয়ের নিউমোনিয়া নামক পীড়া অর্জিতযোগ। তাহার এই পীড়ার কারণ যথাযথ। যে কয়টি ঔষধ ব্যবহার করিয়া, তাহা বিশেষ ফলের প্রাক্কাল। তাহার থুথু অত্যন্ত লবণাত্মক বলিয়া। তিনি করিয়া বিস্তৃতিভূত প্রকাশ করিতে লাগিলেন; মুখের যাদও তৎসঙ্গে লবণাত্মক ছিল। দেখা।

থুথুর এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া। মার্কিউরিয়াস-সলিউম্বিলিস নামক ঔষধ মনোনীত করিলাম। অগণ বারুদ অভয় একাধার প্রাণ লক্ষণের মধ্যে:— কাশতার সময় বুক ও মামলা ফাটিয়া যাওয়ার প্রায় ও তড়িত কাশত অক্ষম; গালার ভিতর সর্বদা বিভিন্ন তার রাঙ্গায় কাশির রূপরেখা; থুথুর যাদ লবণাত্মক; সামাজিক জোরে কথা বলিয়া দম-আটকার হয়; যাক কষ্ট বা মাথা ঠাণ্ডা-উত্তর পার্শ্বের কোন পার্শ্ব শয়ন করিতে না পারিয়া প্রায়ই চিং অবহায় থাকিতেন; 'ইত্যাদি লক্ষণগুণে, মার্কিউরিয়াস-সলিউম্বিলিস নামক ঔষধই উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দেশিত করিলাম; এবং ঈহসার ১৭ ক্রম ২৩ মাহ। দেখায় পর ঔষধে স্পষ্ট উপকার লক্ষ হইতে লাগিল।

পর এই ঔষধ কিছুদিন ব্যবহার করিয়া পীড়ার উপশম হইয়া আসিল।
জিব্বা ইত্যাদি।

এখনে আমি বলিতে কৃত্ত হইব না। যে, "গুণী লবণাক্ষ স্বাদই" আমাকে যেন অথুলি নির্দেশ করিয়া "মার্কিউরিয়াস-সুইডবিল্লিস" নামক উদ্ধয়ে দেখাইয়া দিয়াছিল। আমি সেই নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া। তৈরিত্তে ঐ রোগের অগ্রায় প্রথম প্রধান লক্ষণ মিলাইয়া বিশেষ ত্রিপ্রথম করিলাম এবং ইহার বেদনার জগৎ বায়ুর উপরুক্ত ঔষধ তাহাতে দূষনিষ্ঠ হইলাম।

এই ঔষধ পরিপাক দ্বারা হাতে হাতে অতি আশঙ্কা ফল ও পাওয়া গেল।

যাহা ইউক্ল, খুঁড়াইত্যাদি এক একটি বিশেষ পরিকার লক্ষণ, ঔষধ-নির্দেশন সময়ে তোমাকে পথ-প্রদর্শন করিবে; এ কথা মনে রাখিয়া এই সামাজ খাঁড়া সম্ভ্রন্ত অনুষ্ঠান করিতে শিখিল প্রবৃত্ত হইও না।

১। লাল। তিলক্সবাদ—আস', বাপ্ট', ব্রাই', চেল, কোকা,

*ফেলি-বাই', লাউকা', মাথে', ফাইটে।

২। লাল। রক্তময়—একান, *অাস', কড়া', সিকুটা-ভি', হাইস, ক্রিয়া, ক্লাডুক, ফেল', সালাম, ক্রিয়া-আই', মাপেদ-কা', মার্ক তারু-মি নাক্স-ভ', ওপি, সিকেলি, সালা', খুঁড়া, নাইপেরা, দিবকি।

শীর্ষে বাগছীর পুত্র; বয়স দেড় বৎসর। ইহার প্রায় ছয় মাস হইল সময়ে সময়ে পাতলা রক্তবর্ণ হয়, এই কথা ভাবার পিতা বলেন; কলিকাতার বড় বড় এলোপাথিক, চিকিত্সক' নামীয়েরা চিকিত্সা করিয়াছেন, কিন্তু রোগের আরোগ্য হইল না। এই রোগী দেবার চিকিত্সালীনে আসিয়া আন্দ অনু-সন্ধানে আনিলাম যে, রোগী যখন শুমাইয়া থাকে তখন জলবৎ পাতলা রক্তে পাহাড়ার ভিতরিয়া যায়।

তাহার আমার উদ্যোগ হইল যে তাহার রক্তময় লাল। মূচ্ছ হইতে নির্গত হয়। বালক সেই লাল। গলিয়া। ফেলে এবং পরে তাহাই বসন্ত হইয়া যায়।

এই একার বসন্ত অর্ধসেবের পরিমাণে কথার কথন হইত।

*খানের রূপালে যে রোগীর গলা পুর্দ্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল; তাহার গলায় কোন ক্ষত নাই যাহাই হইতে রক্তশাব সম্ভব বোধ করা যাইতে পারে।

গোল পাকাইলি-হ্রানে বেদনা বা কোন অস্বাস্থ্য নাই যাহাতে রক্তদেহ সন্দেহ হইতে পারে। বিশেষতঃ রোগীর ব্যায়া তালিকা ছিল; তাহাতেই উজ্জ্বল বোধ করি বৃষ্টি।
চিকিৎসা-বিধান

প্রথম সিকেলীর শেষ দিকে গুপ্ত সিদ্ধান্ত তাহাতে সাধারণ উপকার হইল; পরে সিকিউলার শেষ দিক কয়েক মাসঃ দেওয়া হোমী সম্পন্ন আরোগ্য লাভ করিল।

৩। লাল জমাতে ও গদ্দা ভিনিগার মন্ত্র নবকৃত—চায়না।

৪। শীতল লালা—এসারাম, সিপুর্স, মার্ক-কর, ফাইটে।

৫। লাল দেখিতে কার্পাস তুলার ভাগ—বার্বারিস, নাঙ্গম, পাল্স।

৬। লাল মাখনের নয়ক (কথা বলার পর)—পিঘুন।

৭। লালা অত্যালুন নির্গত হয়—সমারগামার, আসর, বার্মারিস, কোকা, হাইসন, আয়োরেফাই, প্রাক্তাম।

৮। লালার আম্বাদ ভুক্ত ঢেয়ের নয়ক—ফস।

৯। লালার লৌহরৎ আম্বাদের—মার্ক, সিমি।

১০। ফেনুযুক্ত লালালালালালালালালালালালাল—একান, এসিডি-এসি, এপুসি, বাই, ক্যানি-ই, কার্পাস-এসি, কান্ত্র, সুগ, * কেলিনবাই, কন্ড-এসি, ফাইটে, পিন্ডি-এসি, সাবাডি।

১১। লালা চুক্তচুক্ত—চায়না।

জিহ্বা, লাল, বসন্ত, মুখগুণের ইত্যাদি।

সিকেলী, সাইলি, স্পাইলি, হালমো, সালকা, সালফ-এসি, ট্যাক্সেসি, বিয়া,
ডিজিটাল, ডাইনবস, জিন টু সালফ-এসি, ফাইটেন, কিয়া, সিকেলী, ডাইনিক।

১৩। লাল তামাটে-আম্বাদায়ক — সিদ্ধ, কামা, কেলি-বাই, লাইকো, ফাইটেন, খুলে, ** মার্ক।

১৪। লাল জুর্গ্ন্যময়—***মার্ক, পিটেন, ভালির, প্রথাম,
*ডিজি, হিপা, নাইট-এসি।

১৫। রাতিতে লাল জুর্গ্ন্যময়—মার্ক-সল।

১৬। লাল লবণাত্মক—(*) এরোনি-কাব’, *এ-টিপড়, কলচি,
ইল্যাসেস, ডিজি, হাইস, *কেলি-বাই, আইষ্ট, কেলি-এইষ্ট, লাইকো-এসি, লাইকো, ম্যাগনি-সি, ** মার্ক-সল, ভাটু-কাব', ভাটু-সি, ভাটুম, কামা, সালফা, ডিজিটাল।

১৭। চট্টে লাল—ক্যাসি, সোনিন, মার্ক-সল, প্রথাম,
ক্যাস-টেন।

১৮। টক আদাদায়ক লাল—এলাম, ক্যাল-কাব', ক্যাল-সেস, কাব' নির্মাণ-এইষ্ট, ফ্রেন্ট-টি, স্মি, কেলি-বাই, লাইকো, ট্যাক্সেসি,
ভাটু-সি, পিটেন, ফল, ফল-এসি, সিকেলী, সালফা, জ্যুল।

৯। লাল অত্যন্ত আঠালো খায়—এপিস, অ্যাশটম-নাইট, অস', ব্যাগ্ন, বেল', বার্ডোস, সিনিস, ফ্রেন্ট-এসি, ডিজি, কোনা, ইল্যাসেস,
* কেলি-বাই, ভাটু-কাব', ফাইটেন, সেনিগা, বিয়া, ** আইরিস-সি, * মার্ক-সি,
* ক্যাসি, মার্ক-সি।

২০। লাল আঠায়ক ও রস্তাখুঁড়ে—ক্যাব', ** কেলি-বাই,
টাকাসেস, আইরিস-সি, মার্ক-সল।

২১। কথা বলার সময় মুখের লাল অত্যন্ত আঠায়ক
হয়—সিদ্ধ।

২২। লাল মিটার্ডায়ক—এলামনা, অরাম, কামা, কামা,
চামা, *ডিজি, হাইস, নাইট-এসি, প্রথাম, পালস, ভাটুয়া, সিপ, খুলে।
চিকিৎসা-বিধান

২৩। লালা ভারী—আস, বেল, কার-এসি, সিডুন, কোয়েলেস, ল্যাক্সনাহি, নাক্স ম, ওপি, ফাইটো।

২৪। মুখ দিয়া জল উঠা—পাল্স, থিক, এসিটাস-এ।

২৫। লালা হলুদ বর্ণ—সাইরু, জেলস, হাইডোফোবিন, লাইকে, মার্ক-কর, ফাইটো, হিপোমে।

২৬। লালা তৈলবত—কিউবেন।

মুখগহ্বর Mouth

১। মুখগহ্বরে এপৃথি নামক ক্ষত—ইঠু, আস, ব্যাপট, ** বোরা, কাল-কা, কান্ত, কামপসি, লালকা, গান্ধি-গা, হেলে, হিপোমেনি, আইয়ড, ম্যারে-কা, ** মার্ক-ভ, * বিউর-এসি, হাটু-মি, নাইট-এসি, * সার্প, সিপি, ছিটাকি, * সালফ, সালফ-এসি।

২। মুখ চোকান—বেল, ** ছাদো।

৩। দপ্তরের মাঘ হইতে রক্তপাত—আর্জেন্টান-না, ব্যাপট, কার-ভেজি, মার্ক-ভ, ফ্যু-এসি, নাক্স-ভ, প্লান্ট, ছিটাকি, জিব।

৪। মাঝীতে ঘা—আর্জেন্টান-না, বেলি, জেলস।

৫। মাঝী রক্তপতনশীল—তাক-ক, * মার্ক-ভ, নাট-মি, নাইট-এসি, * ছিটাকি।

৬। মাঝী ক্লীট—কাল-কা, কামো, জেলস, ক্রিয়েজো, মার্ক-ভ, নাক্স-ভ, ফ্যু-এসি।

৭। মাঝী ক্লীট যেন কালজলপূর্ণ—* ক্রিয়েজো।

৮। মুখগহ্বর হইতে রক্তপাত—বোরা, * হিপোমে।

৯। মুখ হইতে গুঠার গর্ভবত্ত ঝালা—** আইরিস-ভ।

১০। মুখ মধ্যে ঝালা—এসাফি, হিপোমে, * আইরিস-ভ, জেটা, টেরাকে।

১১। মুখের কোণে ক্ষত—হাটু-মি, নাইট-এসি, *এনটেটাইট,
জিহাব, লালা, মূখগঙ্গর ইত্যাদি।

১২। মুথের কোণে ফুস্ফুসি বা চর্মোত্সেদ (ইরাপশন)--
হিপা, ইয়ে, ** ফাট্যি-মি ** নাকুত, * হাস।

১৩। মূখগঙ্গরস্থ বিলিল, ফো কামে বা রকমশুয়্য---
ইউপোলোপার্কে, ** ফেরা।

১৪। মূখগঙ্গর শুঙ্গ—ইতিউই, এসাফি, বেল, বাই, কাল-কা,
কাল-কুল, কাস্ত, কান, কুমা, হিপোমে, জোইট, কেলি বাই, কেলি-ব্রো, মিউব-
এসি, ফাটিয়ি-মি নাকুস-ম, ওপা, পালুস, লিঙেলী।

১৫। মূখগঙ্গরে ফেরা—ফাস-এসি।

১৬। "", " উত্তাপ-যুক্ত অবস্থা—বোরা, কলি।

১৭। মূখগঙ্গর সাদা কোটিয়ুক্ত কিন্তু স্থানে স্থানে পরি-
কুলত, কাল আভায়ুক্ত লালবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ স্থান সুকল—টার্কে।

১৯। মূখ প্রসারিত—বেল।

২০। মূখ ক্ষুদ্রভাবাপনন্ত—ব্যাগটِ, * কাষ্ঠ, ডিজি।

২১। মুখে চটু চটু মিউকাস—* ফাটি-মি, ফাস-এসি, * পালস, 
লিনা।

২২। মুথে সত্যঃ ক্ষুদ হওয়ার স্থায় বেদনা বোধ—*টেরাকসে।

জিহাব, লালা, খাল এবং মূখগঙ্গর

ইত্যাদি সমক্ষে বিশেষ বৈতর্যা-তত্ত্ব।

একোনইটাম—মুখ এবং জিহাব—প্রকৃতপ্রকাশ শুঁ হয়, অথবা শুঁ
হওয়ার স্থায় রোগীর নিকট বোধ হইত। জিহাব বোধ হয় বেন বড়
হইয়াছে। জিহাবকে জিহাব ও জিহাব বিরুদ্ধে ধরার স্যায় ভাব ও পোঁচানবৎ সোখ।
জিহাব সাদা অথবা হরিদ্বার-সাদা কোটিং। জিহাব কমিট এবং কখনও
কখনও তোভালার ঘায় খায় বলিয়া ঘায়। জিহাব একণের ভাস চর্মের মত
বোধ হয়। জিহাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসফুসির ঘায় উঠিয়া। ঘায়। মুখ দিয়া গাল
পড়ে।
চিকিৎসা-বিধান

মাদ—বলা যাতে সমস্ত তিক্ত বোধ হয়। পচা। মিষ্ট। পচা ভিজেয় হয়।
ইঙ্গিতলাম—মাদ—মিষ্ট। ভিক্ত বোধ হইয়া পরে মিষ্ট বোধ হয়।
তামাটে মাদ।
জিব্রা—সাদা, অথবা হরিডারাকের কোটাণ্ড। জিব্রার অগ্রভাগ বেনক্ত হইয়াছে এমন বোধ হয়। কোণ শব্দ উচ্চারণ করিতে জিব্রা আয়ত্তাধীনে আরিতে পারে না।
এগারিকাস—জিব্রা—গুুক। সাদা কোটাণ্ড। গোলাবীচ জিব্রায় পায়েল বেদে আত্ম হয়, তদ্রুপ আত্ম হইতে থাকে। জিব্রা নিঃসর্ত হইবার কালে উপাসিত থাকে। কথা অসুবিধ।
এইলাডাস—জিস্তা—*শুক, ফাটা ফাটা এবং বেণ ভাজা হইয়াছে।
যাত্র পুকু, সাদা কোটাণ্ড। মধ্যভাগ রেটা রাধিক। সজল এবং সাদা কোটাণ্ড অগ্রভাগ এবং পারাগ যাল।
এলোজ—মাদ—ভিক্ত। টক। ইলাকি কারণ অথবা লোহের ভায় মাদ। তামাটে মাদ।
জিব্রায়—হরিডারাকের কোটাণ্ড। জিব্রাভিক্ত, খেদ, রক্তবর্ণ, হরিদারাকের ক্ষত।
এলুমিন—জিব্রা—অপরিণাম। হরিডারাকের জিব্রা চুলকাইতে ইষ্ট হয়। প্রত্যেক মুখ গুলো এবং সদ্ধার সময় লাল নিঃসরণ। মুখ ও জিব্রায় কৃত্রিম বৃহৎ।
এস্ট্রেলিশ্যা—জিব্রা—হরিডারাকের কোটাণ্ড।
মুখ—ভিক্ত। চুষ্পানের পর অয় আরাম। প্রত্যেক নিষ্ক হইতে উঠার পর মুখ ভিক্ত। মুখ দৃশ্য। * রায়বিয়া পীড়া।
এমোনি-মিউ—জিস্তা—হরিডারাকের কোটাণ্ড ( হুর্কোর রূপ হইলে—এনটিকুড়, নির্দিষ্ট হয় )। জিব্রার অগ্রভাগে ফোকার ভায় তহাতে আলা।
এনটিকুড়—জিব্রা—*হুর্কোর ভায় সাদা কোটাণ্ড। *অথবা সাদা,
জিন্না, লালা, খাদ, মধুরস্বাদ ইত্যাদি। ২০৯

পুরুলেদময়। পার্ব্বত্য লাল ও কতের আয় বেথনায়ক। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

এফটি-টার্ট—জিহ্বা—লালবর্ণ দীর্ঘ দোধারবিশিষ্ট। মধুরস্বাদ অত্যন্ত
লাল ও শুক। মেঘের ভায় সাদা, পুরু রেদ। অত্যন্ত পাতলা, সাদা কন্টাং
এবং তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ প্যাপিলোম সমস্ত দৃঢ় হয় এবং পার্ব্বত্য লালবর্ণ
থাকে। মহাস্তা হেরিং জিহ্বার এই করেকট অবস্থা দৃঢ় যখনই এফটি-টার্ট
বাবহার করিয়াছেন, তখনই তাহার আশঙ্কা ফল দেখিয়াছেন।

খাদ—লবণাক্ত, টকং এবং ভিক্ষা কিছু পচা ভিজের ঘায়। আঁধার্য ব্রেবের
কোন খাদ পাওয়া যায় না। তাহাকে কোন খাদ লগে না।

়িশেলে—জিহ্বা—গুড়। জিহ্বার অগ্রভাগ লাল, মেটা এবং দেখিতে
ফুক ও চকচকে। জিহ্বা ফাটা ফাটা, ক্ষত অথবা ক্ষুদ্রতায়। জিহ্বার প্রাণায়।
সাদা কন্টাং

মুখ—গালা ও মুখের ভিতর উত্তিক লাগিয়া (উত্তিক টেরন পাদেরের) পড়িয়া
খাওয়া। লালা ফেকায়র ও আঁধার্য।

আঁধার্য—সেলা—জিহ্বা—ক্ষত ও আস্বাক্ত ফুকুদিরপূর্ণ। জিহ্বা শুক।

মুখ—মুখের ভিতর চফচটে আঁধার্য লাল হেতু কথা মাটি করিয়া উচ্চারণ
করিতে পারে না। মুখের দুর্গুণ।

আঁধার্য—নাইটু—জিহ্বা—জিহ্বার লালবর্ণ এবং বেথনায়ক; প্যাপিলোমল পরিক্রিয়া এবং উচ্ছ; মহাস্তা হেরিং জিহ্বার এই করেকট লক্ষ্য
এই ঋষের প্রায়তন লক্ষ্যসত্ত্বে গণনা করিয়া গিয়াছেন। জিহ্বা শুক; কাছের
আয় শুক; দীর্ঘ এবং জিহ্বা উভয়ই কাল দেখায়; জিহ্বার মধ্যভাগে লাল দীর্ঘ
এরূপ দৃঢ় হয়।

খাদ—কীস মিষ্টায়ুক-ফক্স, টক; তামাট; কয়ায়; সাদাখাস্য অবস্থা।

আর্নিকা—জিহ্বা—সাদা কেল্যক; ফক এবং মধুরস্বাদ কাট রংবিশিষ্ট।
দাগ সমস্ত। ফক কিছু হরিতার্ক কন্টাং। জিহ্বার এই করেকট লক্ষণ
অবলম্বন অনেক সময়ে এই ঔষধ টাইফাস এবং রেমেটেন্ট ফিষার ব্যবহৃত
হইয়া থাকে।
চিকিৎসা-বিধান

মুখ—গুল্ম ও তৎসঙ্কে অত্যন্ত তৃষ্ণ; *মুখ হইতে পাচা পৃথক নিঃসরণ হওয়া ইহার একটা প্রধান লক্ষণ।

স্বাদ—তিক্ত; *পাচা; অথবা পাচা ডিবের স্বাদ।

*আসেরিকু- জিহর—জিহ্রার অত্যন্ত অঙ্গ; জিহ্রার মূলদেশের উপরিভাগে ও ভিতরে শক্ত; *জিহ্রা, গুল্ম ও অনিষ্ঠতিকরূপে লাল ও তৎসঙ্কে অগ্রভাগে পাপিলিগুলো অত্যন্ত বড় বড়; *গোলকের রংরূপ একটা। *জিহ্রার পার্শ্বদ্বার লাললোন এবং তাহা দেশের সাহায্য সাহায্য থাকা হেতু তাহাতে দেশের ছাপ উঠিয়া থাকে। *জিহ্রার গাঁঘ্রিন অর্থাৎ পচান অর্থাৎ। *অত্যন্ত প্রদাহ-যুক্ত দাগ ও তাহাতে অমর্ন ভাব জালিয়াদেখ। (ডঃ হেরিং)। জিহ্রার উপরোক্ত কয়েকটি লক্ষণই মহায় হেরিং এই ওপরের অভিস্মারন ও সর্বস্ব পরিব্যাপ্ত লক্ষণের মধ্যে নিগোষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। জিহ্রার পার্শ্বদ্বার লাল এবং মধ্যভাগে লাল গাঢ় সম্প্রসারিত হইয়াছে। পৃথক গমন। পার্শ্বদ্বার লাল। ঋষি লাল। হিউড্রাইন সাদা, যেন সাদা। পরে রঙ করিয়াছে। কটা অথবা কালরঙ। জিহ্রা অসাদা যেন দয়া হইয়া গিয়াছে। জিহ্রা এক থানা চর্চের ঘায় সম্পূর্ণ অধিব এবং তৎসঙ্কে জিহ্রার বাদরহিত অবস্থা। মুখাভাবের এবং জিহ্রাতে যাপ্পুর্ব্বি নামক কুচ। জিহ্রার মূলা দেশ ফ্যাক্ট।

স্বাদ—কালের ভায় গুল্ম। তাকফমক। গলার ভিতর মিষ্টি বোধ। *অন্য তাহাতে তিক্ত ও পাচ। আমাদ। আহর্য্য দ্বারা অত্যন্ত লবণ বোধ। লবণ কম বোধ। টক বোধ।

মুখের—অত্যন্ত গুল্ম ও তৎসঙ্কে অত্যন্ত তৃষ্ণ। *মুখে যাপ্পুর্ব্বি নামক মূল, তাহা লাল বিষ্ট লালফির দেখায়। কথা বলিতে অক্ষম। অত্যন্ত লাল; পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ ঘুড়ু ফেলে। লাল পরিমাণে কমিয়া আইয়ে। মুখের ভিতরে ও জিহ্রাতে ফুকড়ি দেখা যায়।

ব্যাপিভিক্ষাত্তম্ম; জিহ্রা—কীতি ও পুরুষ বোধ, এবং তাকফমক বোধ কহিতে কই যায়। জিহ্রার মধ্যভাগ হিন্দাইন। প্রথমতঃ জিহ্রা সাদা এবং তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ পাপিলিগুলি সমৃদ্ধ হয়, পরে মধ্যভাগ হিন্দাইন কটা রংরেখে।
জিহ্বা, লাল, বাদ, মুখগম্বর ইত্যাদি।

ছইয়া উঠে, গার্ধিক লাল এবং চক্ষুকে খাকে। গূঢ় এবং মধ্যভাগ কটার্বণ।

পাকস্বল্প শুষ্ক শূন্য বোধসহ প্রাপ্তে জিহ্বা কটার্বণ। কাল এবং কটার্বণের ক্ষেত্রের, এবং ক্ষেত্রের মসাত্মক, এবং তৎসঙ্গে ক্ষেত্র জিহ্বা (টাইফুয়েড এবং রেমিটেন্ট অব এ প্রকার অবস্থায় অনেক সময় দেখা যায়)। * জিহ্বা ক্ষুদ্র, ফাটু এবং বেদনানুভূত।

খান—তিক্ত এবং পাতলাভাবাগ্র।

মুখে—হরির। মুখের ফুট, অত্যন্ত লাল নিংসরণ হয়। স্পষ্ট বিক্ষিত কাল। ক্যাঙ্গ মোর্স (গ্রীষ্মা মায়ুরকি বা) ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত লাল নিংসরণ। দীর্ঘকালীন সময়ের অংশ লাল করা। কোমল। কুষ্ঠশিশুর লাল অথবা নিকটে রংবিন্ধ এবং হরির। মুখ এবং জিহ্বা অত্যন্ত গুল (অস্ত্র)। নির্মাণগত হরির। লাল বুছল চোরকে এবং এক এককাল পাতলা মায়নুক।

ব্যারাইটা কারাকাজহা—অসাধ। কথা কিন্তু কথার ক্ষমতা নষ্ট।
জিহ্বার মধ্যভাগ করিয়া এবং প্রথম করিয়া লাল বোধ। জিহ্বার বামপাশ্ব ফাটা এবং ধরিয়া লাল সৃষ্টি এবং বেদনা বোধ। জিহ্বার মধ্যভাগে, অগ্নি ও নিষে ফুসফুসির হায় উঠা থাকে।

মুখ—পুনঃ পুনঃ খুঁপিয়া ফেলা পুরনে। মুখবদ্ধ যে মুখ দিয়া লাল পড়া।
সমস্ত মুখের ভিতরেরু ফুসফুন্ডি।

বেলেনডোনা—বাদ—লবণ্ডু। তেক। তিতু। হরির। কিছু আহার বা পান করিয়া সময় পারা স্বাদ বোধ হয়। কালের আবার তাক লাগে।

জিহ্বা—ফীত ও প্রায়িণী। পায়লী সমস্ত যোগ লালবর্ণ। জিহ্বার অবস্থা বা পার্থিক পাতলা লালবর্ণ। হতলাল কথা। বোধ হয় যেন জিহ্বায় কোন ফুসফুসির উঠিয়াছে, এবং তাহার প্রথম করিয়া লাল হইয়া থাকে। জিহ্বার মধ্যভাগ নষ্ট এবং নিত্য বোধ। জিহ্বার মধ্যভাগ সাদা ও পার্থিক লাল, অথবা হৃদি সাদা কোরীয়ুক। জিহ্বার উপর সাদা আঠায়ুক।
কেল, তাহা টানিয়ে হর্দার মত উঠে। শুষ্ক এবং ক্ষেত্রুক। জিহ্বা চোরকে, হর্দায়ত্ত সাদাম মিউকাসে আবৃত। লাল গুন, চোরকে ও সাদা এবং জিহ্বাতে আঠায়। বাদ লাগিয়া থাকে।
মুখ—মুখ অংশ ও তৎসঙ্গে তৃঙ্গা। মুখের ভিতর গরম বোধ। লাল। নিঃসরণের পরে মুখ গুড়। গ্রাদে মুখ আঠায়ুক্ত ও তৎসঙ্গে শিরংগীড়া।

বোরক্স—জিহ্বা—গুড় এবং রক্তবর্ণ রক্তমিট্টির্জন, জিহ্বা শক্তবোধ ও তাহাতে রাখার্থি নামক ক্ষত।

মুখ—মুখের ভিতর এবং গলের যাপনের নামক ক্ষত ও খাবার সময় রক্তপাত হয়। সমস্ত শরীরের কিন্তু শরীর মায় এবং কুক্তিতে বোধ হয়। শিকড় মুখ বেদনায়ুক্ত। মাতৃতুষ্ণ পান করিয়া দিলেই, শিশু কুলাইয়া অহিত হয়।

৩৩ ও প্রভৃতি—শুক্ত। শিক। ত্যঞ্জনক তিন্তু। খাদ এবং কোন শুক্ত পৌঁছায় না। অবস্থায় মুখ শুক্ত ধার করে।

জিহ্বা—সাদা কোটাইয়ুক্ত। জিহ্বা কক্সশ। ফাটাকাটু এবং প্রায় কালেরের অভাব কট। জিহ্বা শুক্ত। অগ্রভাগ সজ্জ। জিহ্বার অগুগাগে কুষ্ট ক্ষত কুষ্টিয়।

মুখ—মুখ ও অংশ অত্যন্ত শুক্ত। জল পান করিলে আপাততঃ একটু ভাল বোধ হয়। মুখের সাবানের একটা ভাত থাক। মুখে অংশ কুষ্ট নহে, অথবা তৎসঙ্গে অত্যন্ত জলপান বিধি। মুখে অত্যন্ত দুংশন। কাশের সঙ্গে দুংশনক অংশে, কখনও বা মুখের পরিমাণ চালার কুচীর স্বাচ্ছন্দ্য গোলাকার ক্ষেপণ নির্দেশ হয়। পুন: পুনঃ থুথু ফেলা যত্নে।

ক্যালকেসিয়া—কার্বঃ—শুক্ত, টক ও পচা।

জিহ্বা—সাদা কোটাইয়ুক্ত। রসে এবং প্রাতঃকালে জিহ্বা শুক্ত। জিহ্বার নিঃসরণের গুরুত্ব সংযোজিত। জিহ্বার অগুগাগে শুক্ত। মুখ কোন ক্ষত হইয়াছে এমন বোধ। গরম খাদ ও পানীয়তে শুক্ত। জিহ্বার পৃষ্ঠে পার্শ্বে এবং অগুগাগে ক্ষত, তাহাতে আহার করা ও কথা বলা নিঃসরণ কষ্টকর। কথার অস্পষ্ট এবং কষ্টকর।

মুখ—মুখ আঠা আঠা। গালের ভিতর এবং জিহ্বাতে হোট হোট কুষ্টিয়। উন্নিত গ্রহিতে বাড়ান্ডার সাধ্য ক্ষত। লাল। অস্ত্রুক্ত।

কানাবিসিহিনিকা—শুক্ত—গাল। কুষ্ট খাতে তাহাই অত্যন্ত উপাদের ও সুবাদ বলিয়া বোধ হয়।
চিহ্ন, লালা ইত্যাদি।

মুখ-মুখ, অথবা তুমি নাই। তোতলা কথা।

ক্যান্সারিস—বাদ-তিক। অথবা আলকাতারাব শায।

জিছা—ক্ষীয় এবং পুকু ক্ষীয়কু। জিছা উপর পুকু ক্ষী। পার্শ্ববর্ত্তী 
লাল। জিছার মুলদের কতকগণ ফোস্ফারু; কতকগণ যেন ছাল উঠুয়া 
গিয়াছে।” কামিতক অবস্থা।

মুখ—মুখের তিভর লাল এবং মূম কুড় ফোস্ফারু। কৃত তাহতে আলা 
ও বেনা।” মুখ এবং তালুর পশ্চাতাদে প্রষ্ঠত শুক। মুখ, গলা ও পাকলীল 
তে পর্যন্ত আলায়ক বেনা।

লালা—পরিমাণে অধিক স্বাদসুক, অথবা নিতান্ত তাকভজনক মিষ্ট। ভালু 
এবং অল-জিছা অভাব লামরব। মুখের ভিন্ন ক্ষেণাের শায মূম দৃষ্ট হয়।
প্রাতেরলে জাগেরিত হইলে মুখের ভিন্নর রক্ত দেখা যায়।

কার্ব-তেজ—বাদ—গোড়া। আচারের পূর্বে এবং পরে মুখ তিক।

মুখ তিক ও শুক।

‘জিছা—প্রথাগ হইয়া’ জিছা শুক হইয়া উঠে। জিছা ভারী, এবং কথা 
কিন্তে কঠ বোধ হয়।’ জিছা সাদা। হরিডাবরের আভাসুক কিডাবরের 
কোটিং। জিছা শুক, যেন ভক্তি এবং কাটাকাটি। জিছার আগ্রভাগ শুক।
কোল। জিছা কাল হইয়ায় যায়।

মুখ—মুখ এবং নিখার প্রথাগ শীতল। মুখের ভিন্ন গরম বোধ। লালা পরি-
মাণে অধিক। মুখ উথল। জিছা আচাল। লালা রকম্প।” দাতের মুল হরিডাবরের 
দাতের গোড়া আলাগ; এবং ক্ষুদ্র। নাক এবং মুখ দিয়া বর্ণিত।

কষ্টকাম—বাদ—তৈলের শায়। পচা। তিক।

জিছা—জিছার অগ্নিত অবস্থা। কথা বলিতে অগ্নম। জিছাগ্রে বেঙ্গলমুক 
ফুল। জিছার যাহি পার্শ্বে সাদা ও মধ্যভাগ লামরব।

‘মুখ—মুখ ও জিছা শুক।’ মুখ ও গলার ভিন্নতায় অভ্যস্ত শোভ।

কাদেমোমি—বাদ—তিক।’ চক। পচা চম্বীর চায়। পচা।

জিছা—সাদা কোটিংয়। হরিডাবর; অথবা পার্শ্ববর্ত্তী সাদা এবং মধ্যভাগ 
লামরব; লাল ফাটাকাটা লামরব।’ শুক। সাদা ও মধ্যে যথে, লাল দীপের যায় 
দেখা যায়।
চিকিত্সা-বিধান।

সিভা—জিভা—ঈষৎ কটা রংবিনিষ্ঠ হরিদ্রবর্ণ-কোটিং। ঈষৎ সাদা কোটিং।

মুখ—মুখে ফেগাময় লালা, এবং রুক্তের ভিতর ঘড়ঘড়ে কাপি।

চায়না বা সিক্কোনা—যাদ—অত্যন্ত তীক্ষ। প্রাতঃকালে যুথ পচা।
গলার ভিতর তিক্তবোধ। জলের টায় খাদ। 'খাদ অত্যন্ত তিক্ত' বা অত্যন্ত 
লবণাক্ত।

জিভা—যাদ। হরিদ্রবর্ণ। পুষ্পে ক্লেরবিনিষ্ঠ। প্রাতে জিভা সাদা। শিশু 
রাজিতে অস্থির হয়। খাদে ঠেকা নাই। কাল। অথবা যেন কাঁচ ও দেহ 
অবস্থার তায় বেদনাযুক্ত। জিভার অগ্রভাগে জলা হইয়া। গলা নিঃসরণ হয়।
বিবারতি লালা নিঃসরণ (পার্শ্ব ব্যবহারের অনেক বৎসর পর)। পাকস্থলীর 
চূর্ণল অবস্থা।

কলচিকামূ—জিভা—উজ্জল রক্তবর্ণ। ভ্রাতী এবং শক্ত ও অসাড়।
কটের সহিত মুখের বাহির করা যায়। কথা কহিতে অক্ষম (টাইফাসু অর)।
কলচিকামূ—বাদ—খাদ এবং পানীয় পদার্থে তিক্তপোষ বোধ।
জিভার—যাদ অথবা হরিদ্রবর্ণ কোটিং। কর্ম। জিভা যেন দেহ হইয়া 
গিয়াছে একুশ বোধ। জিভার অগ্রভাগে আলা।

কোনায়মূ—জিভা—শস্ত। ক্ষীত এবং বেদনাযুক্ত। কটের সহিত 
কথা বলে।

যাদ—তিক্ত। যাদশুধু অস্থি। অর পরিমাণ হরিদ্রবর্ণমাত্রই হঠাৎ উদর 
ক্ষীত হইয়া উঠে।

কুস্মানুমূ—মেটা—যাদ—নিষ্ঠ অথবা ঈষৎ নিষ্ঠ-তামাট। মুখ—গুহ 
(মন্তকের বোধে)।

জিভা—লাল। গুহ এবং কর্ম। পাপিলী বড় বড়; সাদা কোটিং 
হরিদ্রভ, অথবা কটাবর্ণের কোটিং।

ভিতেলিস–জিভার—সাদা কোটিং।
যাদ—জলে বা পানীয় ঈষৎ নিষ্ঠ ও তৎসঙ্গে সর্বদাই মুখে জল উঠে।

ভালকেমু—যাদ—তিক্ত।
জিভা—চুলকাইতে থাকে। মুখ এবং জিভা গুহ। গুহ এবং ক্ষীত
জিহ্বা, লালা, মুখগহর ইত্যাদি।

জিহ্বা। শীতেল বাতাস অথবা শীতেল জল লাগিলে জিহ্বা ও মাটি অড়তাই আঁটা হয়।

মুখ—চুল অথচ তুষা নাই।

ইউপেটা-পারমেক্স—জিহ্বা—সাদ। অথবা [হিরিন্দর্ভ-কোটিঃবৃক্ষ।]

বাদ ভিক্ষা

ফেরাম মেটা—জিহ্বা—সাদ। কোটিঃবৃক্ষ।

মুখ—চুল প্রাতঃকালে। মুখে অভাব রকের আবাদ।

ফু ওলিক-এসিড—জিহ্বা—অগ্রভাগ ও পার্শ্ব অভ্যন্ত লাল; মধ্যস্থল হরিডাম্বর্ণে কোটিঃবৃক্ষ, স্বস্ত সাদা ও সুফ। জিহ্বার চতুর্দিকে গতিতে গাঁট ফাটাফাটি। এবং তাহাদিগের মধ্যে কতের ভাষা দেখা যায়।

মুখ—কেঁদের (Faucae) ভিতর কোন জামা হেতু নিন্দ্রজনক।

জেলসীমিয়াম—জিহ্বা—হরিয়াশ্ব-সাদ। জিহ্বায় ক্ষুট রং বিশিষ্ট পুকুর ক্রয়। প্রায় পরিমাণ। পার্শ্ব লাল ও মধ্য সাদ।

. মুখ—পায় ও তৎসঙ্গে। রক্তমিশ্রিত লাল। তিক্ত বাদ। নিন্দ্র প্রায় হৃদর্দ্ধ।

. কথা ভারী (জ্যেষ্ঠাতলের ভাষা, মসলায়ের তলভাগে রক্তাঙ্কিত হেতু)

. গ্লোনিন—কাদের ভিক্ষা ও তৎসঙ্গে বমনেক্ষ। মসলায় ভার, মিষ্টি,

. গরম ও তৎপর চিলিয় ভায় আর্যার।

. জিহ্বা—হরিয়াশ্ব ভাল বেটে, কিছু কোন কোটিঃবৃক্ষ নাই ও তৎসঙ্গে। অভ্যন্ত মাথাবেদন। অথবা সাদী কোটিঃবৃক্ষ। মসলা করিতে পারে না। হর্ষজ টাইফয়ডের অভ্যস্ত। জিহ্বা ক্ষুট এবং কোড়ের ভাষালো হয়। জিহ্বায় থেকাচালে বেদনা, কথা ভারী বিলেট কষ্ট হয়, কারণ জিহ্বা এবং মসলায়ের

. মুখ—মুখ গাজুলা উঠা ও কন্দালশীন।

. ব্যাসফাইটিস—বাদ—তিক্ত ও পরিধি। পায় ভার, মিষ্টি।

. জিহ্বায়—সাদ। কোটিঃবৃক্ষ। জিহ্বার নিশ্চিত কৌশে কষ্ট।

. মুখ—প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক। নিন্দ্রায় প্রায় মুখ ভাষায় কষ্ট।

. চেলেবোরাস—মিষ্টি—তিক্ত। পাচন সাদ। ইয়েরেভএড। ইয়েরেভ।
চিকিৎসা-বিধান।

জরুর শক্তি এবং রক্ষণ। অল্প বিকির্ণত হয় এবং দক্ষিণে ও বায়ে সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কঠিন। অসাধু ও কীট। ফুলিয়িুপূন্ন। অগ্রভাগ গোটা গোটাময়।

মুখ—মুখ এবং তালু ওয়া, মুখ এবং মাটিতে ক্ষত।

হেলোনিয়াস—জিহ্বা—সাদা ( বহমুখ রোগে )।

হাইড্রাইটিস্যাত্র—বাড়—গোলাময়চের ভায় অধুনা জলের ভায়।

জিহ্বা—কীট এবং দূষ সকলের হারপ্যুষ। সাদা কোটিতে ও ভূমধ্যের হরিদ্রাঙ্গের একটি মোর ভায় দৃষ্টি হয়। জিহ্বা যেন দশ হইয়া গিয়াছে, অথবা যেন খোলা পরিচিত অবস্থার ভায়, তৎসঙ্গে কঠিন পনিশিত লালবর্ণ এবং পাপিলিগুলি অবস্থিত।

মুখ—পারদ অথবা ক্যাচেইটে অব পটাশ ব্যবহারের দরুন মুখের ভিতর প্রদাহ ও ক্ষত ( এশূতি এবং হরমল হীরাকোণের মুখে এইরূপ অবস্থা )।

হাইওসায়েমাস্যাত্র—বাড়—পচা। অত্যন্ত কখনো বলে অথবা চুপ করিয়া থাকে।

জিহ্বা—লাল অথবা কটা রং, শক্ত, ফাটাফাটা কঠিন। একখানি দশলেদার ( Leather ) অর্থাৎ পরিশ্রম চর্চের ভায় শক্ত খরচে। সাদা।

জিহ্বায় পাপিলিগুলো। কঠিন হইতে জিহ্বা বিকির্ণত হয়, এবং ভাঁই হইলে আর ভিতরে লইতে সামর্থ্য থাকে না।

লাল—লালা নিঃসরণ। লালা লবণাক্ষ ও রক্ষণ।

মুখ—মুখে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

হাইপারিকাম্যাত্র—জিহ্বা সাদা অথবা হরিদ্রাঙ্গের কোটিতুষ।

* অত্যন্ত ভূষণ।

N. B. মেনিস্কাইটিস্যাত্র অর্থাৎ মন্ধাকের ঝিল্লির এদাহ রোগে জিহ্বার এই প্রকার অবস্থায় হাইপারিকাম ধারা ভাঁড়ার হেরিং অতি চমৎকার ফললাভ করিয়াছেন।

ইমেলিয়াত্র—বাড়—টক, অথবা চার্চড়ির ভায়। জিহ্বার সময় অথবা কথা বলিতে জিহ্বা দশ্তে ঘেরিত হয়।

আইওডিয়াম—বাড়—লেবণাক্ষ। জিহ্বাগর্ভ ঘটে।
জিঘা, লালা, বাদ, মূথগঘর ইত্যাদি।

জিঘা—জিঘা। গুফ। কটবর্ণ এবং গুফ। পুরু ক্রেদযুক্ত।
লালা—পারদ ব্যবহারের পর লালা নিঃসরণ।
মুখ—মুখ স্নেহযোগ্য পূর্ণ হইলা থাকে। তাহাতে পচাঙ্গ, মূথ হোত করিলেও সে গন্ধ দুর হয় না। মুখে ক্ষত। মুখের ভিতর কুপ্রথিক ক্ষত হইতে যে একার ক্রোধ নির্গত হইয়া, সেই একার ঘন, কটবর্ণের ক্রোধ নির্গত হইতে থাকে। মুখের ক্ষত ভঙ্গের রংবিহিত।

ইন্ধিকাকুরু—বাদ—তিক। ঈষৎ মিষ্টি ও রক্ষের মত। পচা তৈলের মত।
জিঘা—গরিষ্ঠ। হরিদ্রা অথবা সাদা ফেঁকানো। কথা কহিতে অনিহ্না।
জিঘা গুফ।

কেলি-ট্রাইকোমিকায়—বাদ—তামাট। ঈষৎ মিটি। অমূ।
গাতে তিক।
জিঘা—প্রশস্ত অথবা পার্শ্ব যেন মনাঙ্গ। জিঘায় যেন একাংশ চুল রহিয়াছে এরূপ বোধ। জিঘা গুফ। হরিদ্রাবর্ণ, পার্শ্ববর্ণ লাল এবং ছোট চোট কফগুলি। জিঘা। গুফ। লাল। ফাটা ফাটা জিঘার পার্শ্বে গোধীর ক্ষত।

মুখ ও লালা—মুখ ও তুলিয়া গুফ। জল খাইতে ভাল রোধ হয়। লালার বৃদ্ধি। তিক। আঠা ও কেলি গুফ। লবণের গায় বাদ।

ল্যাকেলিস—বাদ—টুক। যেহেতু জিনিসই টুক লাগে। জিঘা—জিঘা এবং কথা ভারী। সমভাগ হই। করিতে পারে না। জিঘা কপিত ও বাহির করিতে আতি কষ্টকর বিভিন্ন ইত্যাদি রোগ না। জিঘার এই
লক্ষনের ঘটে হেঁক ল্যাকেলিসের একটি প্রধান লক্ষন মধ্যে গণ্য করিতেছেন।
জিঘা বাহির করিতে গেলে কপিতে থাকে। ক্ষীর এবং সাদা ক্রেদযুক্ত।
পাপলিগুলি বৃহৎ। অগ্নিপাত গুফ, রক্ষের ও ফাট। অগ্নিপাত লাল এবং
মধ্যে এক কর্ণবর্ণ। বল্লারের শেষবক্ষে মুখের ভিতর ক্ষত। পদ্ম বিতীর এ গেলে বোধ।

মার্কোরেসাস—জিঘা—গুফ। কর্ণবর্ণ গুফ এবং সাদ। নীতধ।
মুখ—মুখের ভিতর ফেঁকা উঠা ( মৃগরোগে )। মুখ গুফ।
লাইকোপোডিয়াম—বাদ—অমরতিক এবং চক্ষুর গায়।
জিহ্বা—মÆ জিহ্বা সংবে নির্গত হয় এবং এদিক ওপরিক নড়িতে চড়িয়ে থাকে। জিহ্বা বিস্থিত হইয়া রোঁয়ের এক পার্শ্ব বিশিষ্ট, চেহারা হয়। এই হইতে লাইকোপাডিয়ামের প্রাণীন লক্ষণ। এল্লো এবং ভিপ্পারিয়া রোগে এই লক্ষণে ইহা বাসনত হইয়া থাকে। জিহ্বার কন্টালিশন। জিহ্বা ভারী এবং কঠিন। বাল ও শক্ত, পরে কান্ড এবং কোট কোট হইয়া যায়। জিহ্বার কোন কোন স্থান বেদনাযুক্ত ও কোটিত হইয়া উঠে। জিহ্বারে ফ্যুসুক্তি দেখা যায়। জিহ্বার উপর এবং নীচে কৃত।

মূথ—মূথ এবং জিহ্বা গুছ, অথবা অঙ্ক। নাই।

মার্কিুরিরিয়াস—মাগ—তিরক্ত, মিষ্ট, লবণ, পচা, অথবা যাদুঘরি অবস্থা।

জিহ্বা—গুছ। কঠিন। বাল কোটালযুক্ত। বাল এবং গুছ। বাল ও তৎসঙ্গে কাদ গাড় ও জাল। জিহ্বা ও তৎসঙ্গে অভাব কৃষ্ণ। ভিপ্প এবং ক্লেষ্মযুক্ত। অভাব পুরুষ কোটায়। মোটে হরিদ্রার্বণ। তৎসঙ্গে নিছ্নাস প্রায়ায় হরিদ্রা। কীট। পাত্রার লক্ষণে এবং দশ্রের ছাপময়।

মূথ—মূথের তিতর বড় বড় ফোঁট। পাত্রের মাটি দিয়া। রক্ত পড়ে।

অভাব লাল নিংসরণ। লাল দুর্লভক্ষম ও তাহার ব্যাপার তামাও। মূথে রাস্তি নামক কৃত।

মার্ক—কর—জিহ্বা—ওঠ এবং জিহ্বা সাদা এবং সহচিত। জিহ্বায় সাদা পুরুষ ক্রেড অথবা, গুছ বাল অবস্থা। পার্সিলিফ্রোল বড় বড়। মূথ—গুছ ও অভাব কৃষ্ণ। মূথের ভিতর, গোলায় অথবা মাটীতে ক্রুঞ্জীল যা। গালের ভিতর এবং ওঠে বাস্তু নামক কৃত ও তাহার চূর্ণিকে ক্রুঞ্জু কুষ্ট ফুস্তি সমত দৃষ্ট হয়।

মার্ক-আইওডাইড—জিহ্বা—জিহ্বার মুলদেশ উজ্জল হরিদ্রার্বণ।

অগাভাগ ও পার্শ্ববর্তী লাল।

মার্ক-আইয়োড-রাবার—জিহ্বা—গুছ এবং ভিষ্মায়া রাখিয়ে ইঙ্গ হয়। জিহ্বা ক্রুষ্ম।

মিট্রেন্টসিকো-এসিড—মায়—ভিষ পচার প্রায় ও তৎসঙ্গে প্লানে—

নিংসরণ। প্রতীক পদার্থ মৃত লাগাও।

জিহ্ব—সৌদর্যের তাত ভারী এবং কথা বলিয়ে বাঙ্গা জ্ঞান। জিহ্বা লীর্ষ।
জিঞ্চা, লালা মুখগহ্বর ইত্যাদি।

জিঞ্চার নীলবর্ণা। জিঞ্চার বৃহৎ কর্ত, তাহার নিম্নভাগে কাল এবং কত-স্থান কুষ্টিকাপূর্ণ।

লালা—অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

ষাটি মূর্ত-কার্য—জিঞ্চা—ঘগ। কথা কহিতে অনিচ্ছা। লালা নিঃসরণ বুদ্ধি হয়।

মুক্ত—মুক্ত এবং গলার মিত্র শুদ্ধ ও দলীয়তা ইচ্ছা।

ষাটি মূর্ত-মিতি—বাদ—লবণাক্ষ ও তৎপরে শুদ্ধ জিঞ্চা ও আহারে অকৃতি। তিনি। উপবাস করিলে মূখে তক আলাদা অথবা মূখ পচিয়া থাকে।

জলের স্বাদ পাচ। স্বাদুত্ত অবস্থা।

জিঞ্চা—শুদ্ধ বলিয়া হত কথা প্রকাশ করে, কিন্তু জিঞ্চা তত শুদ্ধ নহে। জিঞ্চা ভারী এবং কথা কহিতে কঠো। পিঘোড়া গোলার কথা কহিতে শিবে। জিঞ্চাতে মানিচারের শাস্ত্রায় অহিক। * জিঞ্চায় যেন একগুচ্ছ চুণ পড়া রহিয়াছে বোধ হয়, ইহা এই শুশ্রুত প্রধান লক্ষ। জিঞ্চার অগ্নিভাগে আলা।

মুখ, ওঠ, বিশেষ জিঞ্চা শুদ্ধ; উঠপরের ওঠে মুক্ত কর্ণ ফোকা। * জিঞ্চায় এবং মুখের মধ্যে মুক্তিতে ফোকায়, তাহাতে খাত্রিত্ব বালিতে অত্যন্ত শিক্ষার বোধ হয়,

ইহা এই শুশ্রুত প্রধান লক্ষে মধ্যে পরিগণিত। হাবিস।

নাইটি ক্যালিফ’—যদি—আহারের পর তিনি। অস্ত এবং তৎপরে গলার মিত্র আলা।

জিঞ্চা—সাদা, পুরুষ। লালা—নিঃসরণ—হরিদ্বার বলিয়া একটি। পুরুষ এবং ফাটা ফােট। উপপাল রোগে অস্তকৃত ক্ষত সকল জিঞ্চার পাদে দেখা যায়।

জিঞ্চা সাদা এবং তাহাতে কত; যেতে লালা ও হরিদ্বার। পার্বতীর অগ্নিভারের পর মূখ ক্ষীত এবং ক্ষতমূল হইলে এই শুশ্রুত অত্যন্ত উপ-কার্য।

নুক্ত—মস্তক—যদি মেটে। চা-খচির নারী তিনি।

জিঞ্চা—শুদ্ধ এবং বন অসাধ্য। দুঃখ রহিত। সাদা ও হরিদ্বারের বলিয়া মুখে লালা যাপিলি দেখা যায়। অবশ, শিং বন্ধ হইয়া এবং কথা বলিতে অক্ষম। শিংদিগের জিঞ্চায় রাধা মারক ক্ষীত।
চিকিৎসা-বিধান।

মুখ—মুখ এবং গলা গুঁড় অথচ তৃষ্ণা নাই।
লালা—তুলার ভায়।

নাক্ষ-ভামিকা—রাদ—তিক্স। টক।
জিহ্বা—সাদা অথচ হরিতাভাব পুরুষ কোটাইযুক্ত। কাল এবং কুঁড়ি-মিশ্রিত 
রক্তবর্ণ পার্শ্বদ্বয় ফাটা ফাটা।
মুখ—মুখের ভিতর প্রদাহ। প্রাপ্তি নামক ক্ষত। লালের মুসলমান ফাকি- 
রোগপ্রাপ্ত। এমন রক্ত থাকুন সঙ্গে পড়ে। এবং মুখে কোন জ্ঞিনিস রাখিয়া 
কথা বলিতেছে বোধ হয়। মুখ গুঁড় অথচ তৃষ্ণার প্রাণব্যাপ্ত নাই।

পুলিয়ামি—জিহ্বা—অসাড়, কথা বলিতে কষ্টকর। জিহ্বা কমিত। 
অগ্রহীত, হরিতাভাবের ক্রমবিস্তিত যেন কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ মাথায় 
রাখিয়াছে। কাল জিহ্বা। মুখ এবং জিহ্বার ক্ষত। মুখ—লুফ। লালার সঙ্গে 
রক্ত নির্গত হয়। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

অক্জ্যালিক—এসিড—জিহ্বা—কৃতি ও পুরু, সাদা কোটাইযুক্ত। 
সাদা কোটাই এবং তৎসঙ্গে তৃষ্ণা ও বমনের। জিহ্বা কৃতি, বদনায়ক, লালবর্ণ, 
গুঁড় ও তৃষ্ণাহীনতা। বাদ ও তৃষ্ণাহীনতা।

মুখ—মুখের ভিতর জলের ফ্যাট লাল।

ফসফরাসঃ—লাল—তিক্স। হরিতাভাবের পর অস্ত্র আবাদ।
জিহ্বা—পুষ্কর চাল এবং কাল চাটাইযুক্ত। ফাটা ফাটা। উষ্ণতি অথচ 
চাড়কে। তৃষ্ণা। সাদা কোটাইযুক্ত। ভোজনবৎ বেদন। হরিতাভাব কোটাই। 
কেবল মধ্যভাগে কোটাই দেখা যায়। মুখ—মুখে ও জিহ্বায় প্রাপ্তি নামক 
ক্ষত। মুখের ক্ষত হইতে সহজেই রক্তগত হয়।
লালা—লালজ্য অথচ মিট স্বাদ।

ফসফরাসঃ—এসিড—জিহ্বা—জিহ্বার মধ্যভাগে লাল ভোরা। টাইফেড়। 
ইতাদি পীড়ার জিহ্বা এবং ওহ ফাঁকান বর্ণ। জিহ্বা এবং মুখে আঁধায়ুক্ত রং। 
অভজ্জ্বস্তে জিহ্বার পার্শ্বে দক্ষর দিনশন হয়। মুখ এবং গলা গুঁড়। 'জিহ্বার 
উপর সাদা ভবের ভায় কোটা। উপদৃপ রোগপ্রাপ্ত শিপুড়িগের হাম উঠার পর 
কাঁতু নিরিদান হইলে এই শীত অত্যন্ত উপকারী।
ফাইটোলেক্সা—বাদ—ফরাট।
জিহ্বা, লালা, বাদ, মূথগল্পর ইত্যাদি।

জিহ্বা—জিহ্বার অগভীর আগনের মত অত্যন্ত লাল। হরিহরট্র্যান্টের কোটাই এবং শুক। জিহ্বার নিচেরে পুকুর ক্লেদ। পায়ের ক্ষেতের ভায় ছোট ছোট ক্ষেত। অত্যন্ত লাল, কবর ও তাহার রাজ হরিহরট্র্যান্ট। দাঙ্গাদিকের গালের ভিতর ক্ষেত, সেই দিকে কোন খাটো দ্রব্য চুরিতে পারা যায় না। কাশিতে কাশিতে মুখ কাঁচাইয়া যায়; পার্দ ব্যবহারের দরণ দীপের গোঁড়া প্রদাহযুক্ত ও তাহা হইতে লালা নিঃসরণ।

প্রথায়—বাদ—মিষ্ট।

জিহ্বা—ওক, কটা রং বিস্তৃত ও ফাটা; হরিহরট্র্যান্ট অথবা সরুজর্ভরের কোটাই।

পাল্মস্টোলা—বাদ—সাদাসুগু অবহা ও তাংসঙ্গ সর্দি। কোন বসন্ত বাদ ভাল লাগে না।

মুখ—আঠাই। সর্বোচ্চ মুখ ধূতে ইচ্ছা। মুখ পচা মাংসের ভায় স্বাদবিশিষ্ট হইয়া প্রায়ে বমনেচ্ছা হয়; আহার এবং পানের পর প্রায়ই মুখ ভিক্ষু।

জিহ্বা—সাদা অথবা হরিহরট্র্যান্ট এবং আঠারু ক্লাস্ত। ওক, খরস্ত, কিন্তু তুঞ্জা নাই। জিহ্বা অতিক্রম বড় ও অস্থান বিনিয়োগ বোধ হয়। জিহ্বার পার্শ্ব ক্ষেতের ভায় বেদনাযুক্ত, এবং বোধ হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে।

লাল—লালার বাদ মিষ্ট। যুগি তুলার ভায় এবং ফেটিবিশিষ্ট।

সু সু রাজ্য চান্সলুস—জিহ্বা—হরিহরট্র্যান্ট অথবা কটা রংরের কোটাইযুক্ত।

জিহ্বার অগভীর অত্যন্ত লাল।

পাদফুলাইলামু—বাদ—কোন বাদ নাই। অম কি মিষ্ট বলিতে পারে না। প্রত্যক্ষ বন্ধুই তুল বোধ হয়। জিহ্বা—সাদা কেরমযুক্ত ও তাংসঙ্গ পচা বাদ। সাদা, আঠাই এবং তাহাতে দীপের ছাপ দেখা যায়। ওক, হরিহরট্র্যান্ট। অথার্য হওয়ায় মাত্র জিহ্বা ও মুখ ওক।

লাল অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

সেরিনামু—বাদ—কোন বাদই পায় না ও তাংসঙ্গ সুমিড়ি। বাদ ভিক্ষু কিন্তু আহার ফিয়া পান করিলে তাহার দুর্দৃষ্ট হয়। মুখে পচা বাদ। বিশুদ্ধ বায়ুতে বসন্ত করিলে ভাল বোধ হয়।

১৬
চিকিৎসা-বিধান।

জীবনা—গুর্জ। আগ্রাভাগ গুর্জ এবং মাহবুক। সাদা অথবা হরিদ্রাবর্ণের কোটাংযুক্ত। নিম্ন ওঠার ভিতরের দিকে কুল কুল কুলকুলি।

হুসেন্দেরা—খাদু আহারের পর এবং প্রাতঃকালে পচা যায়। তামাটে খাব। খাব নাম জীবনা গুরুত্ব বোধ হয়।

জীবনা—পা, পা, পা। জীবনার নিঃক্ষুপক্ষী রক্ষণ। পূর্বে এক পাখি সাদা। হরিদ্রাবর্ণ। কোটার ক্রেডারূপ। দাতের ছাঁদে খাব। জীবনা পরিস্কার। খেদ নাই অথবা অত্যন্ত গুর্জ। উষ্ণ লালস, দেখিতে বেন একপাখি গোমাঙ্গের ভায়। গুর্জ কোটার জীবনা যেন চর্চারূপ বিলিয়া বোধ হয়।

মুখ—গুর্জ এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত ভুস্ক। লাল রক্ত-মিশ্রিত এবং নিঃক্ষুপক্ষী বহায় মুখ হইতে নিগম্পত হয়। মুখ এবং গলার ভিতরে অঝিযুক্ত ক্রেডারূপ (খাব।

সাদা জীবনা।—জীবনা—পুরু হরিদ্রাবর্ণ কোটাংযুক্ত। মধ্যস্বল সাদা। জীবনার সময় জীবনা আরো হয়। যেন বহুসংখ্য ফোক্স জীবনার রহিয়াছে একপাখি বেদনা। জীবনা মুখের বাহির করিয়৷ পারে না ( গলক্ষ রোপে )। জীবনা ও গলার বেশি খাইলেও ফোক্স দুর হয় না। মুখ হইতে রক্ত-মিশ্রিত ফোক্স নিহত হয়।

সংক্ষিপ্ত ফোক্স—মুখ।—জীবনা—লতা আথরা সাদা। হরিদ্রাবর্ণ-কোটার। অথরা খাব।

সাদা জীবনা।—পাখা। আথরা সাদা হরিদ্রাবর্ণ-কোটার। অথরা খাব।

সক্ষিপ্ত ফোক্স।—মুখ। জীবনা—লতা, লবণাকৃতি ও পাখা। আথরার স্তন্য অত্যন্ত লবণ বোধ হয়।

জীবনা—জীবনার কুলকুলি। জীবনা সাদা কোটাংযুক্ত। মুখে হরিদ্রাবর্ণ।

সাদা জীবনা।—বাদ—মুখে ডরে ফোক্স ভায় বাদ। রক্ষক মূখে আবাদ অথরা ফোক্স ও স্বাদসুস্বাদু প্রবৃত্ত। জীবনা।—জীবনার উপরে যেন একগাছা।
জিহ্বা, লাল, বাদ, মূখগঠন ইত্যাদি।

চুল রহিয়াকে একপ রোধ হয়। জিহ্বার উপরভাগে কটাবর্ণের কোটাং। জিহ্বার একপার্শ্বে ক্ষত এবং তাহা হইতে পুঁজি নিঃসৃত হয়।

ম্পাইজিলিয়া—বাদ—পচা জলের স্বাদ আমাদ। জিহ্বা—হরিদ্র-বর্ণের কোটাংযুক্ত। আলায়ক ফুলাড়ি। ফাটা ফাটা।

ম্পালিয়া—বাদ—গলার ভিতর তিনি ও মুখ মিট।

জিহ্বা—কোটা বর্ণ। শদু। মুখের ভিতর ও জিহ্বার ফুলাড়ি। হুগিকাশিতে গলা ফুক হইয়া যায়।

ফ্যাফেসেগ্রিয়া—জিহ্বা—সাদা কোটাংযুক্ত। জিহ্বার পার্শ্বে বেদনা।

মুখ—নুন দিয়া অত্যন্ত টাঙ্গ উঠা।

ম্পাইমোনিয়ামু—বাদ—ভিত্তি, সমস্ত থাকা খণ্ড বহের স্বাদ রোধ হয়।

মুখ—তেলাণা কথা, এমন কি কথা বলিতে মুখ একবার বাঁচে, একবার দক্ষিণে সঞ্চিত হইতে থাকে।

জিহ্বা—নুন সাদা এবং অন্যথা মুখর কটার কটার কুটিনি দাগ। অগ্রভাগ অত্যন্ত লাল। গুড় লাল। ওড় ও ভঞ্জত। ফেঁকাশে লাল এবং জিহ্বা সাদা। সঞ্চিত হুইতে থাকে। আতিবন্ধ এবং ক্ষেমর জিহ্বা। মধ্যভাগে হরিদ্রবর্ণ।

ফুল। ফুল এবং জিহ্বা মুখের বাহির হইয়া রুলিয়া গড়ে।

লাল—মুখ এবং গলা এত ফুক যেন চোখক করিতে থাকে। মৃত্যু।

অত্যন্ত লালা নিঃসরণ।

* অরি এবং নীত হওয়ার সঙ্গে অত্যন্ত লালা নিঃসরণ হইতে থাকে।

মহাস্ত্রা হরিয়া এইরূপে প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণিত করিয়াছেন।

সালফাক্স—জিহ্বা—জিহ্বা সাদা। অগ্রভাগ এবং পার্শ্ববর্ণ রক্তবর্ণ 
( প্রায় উৎকট বর্ণ পীড়ায় )। সাদা অথবা হরিদ্রবর্ণ, কটাবর্ণ, এবং  গুড়। গুড় থাকিলে প্রাতঃ জিহ্বা ক্ষেমর, নিবাবর্ণে তাহা পরিবর্ধন হইয়া যায়। রক্তবর্ণ এবং অগ্রভাগ সাদা।

মুখ—অরি এবং পার্শ্ব ব্যাহারের পর অত্যন্ত লালা নিঃসরণ। অত্যন্ত লালা নিঃসরণ এবং তঙ্গ ব্যাহারকারী ফাট। এমন কি তাহার সমস্ত অসুস্থই যেন স্পর্শ লালা হইতে হইতেছে একপ বোধ করে। মুখে হুগলী ( বিশেষ আহারের পরে )। মুখে ফোকা এবং কফ।
চিকিংসা-বিধান।

ট্যারাকুসেকামু-খাদ্য-আহারের পূর্বে মুখ তিক। মাখন এবং মাংস টক ও পরগাঁর বোধ হয়।

জিহ্না-লাল, জিহ্নাতে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। জিহ্না সাদা কোটাঙ্গ-যুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে তাহা পরিষ্কার হইয়া সেই স্থানে কুচাভ লালবর্ণ দেখা যায় এবং তাহা স্পষ্ট করিলে বেননা বোধ হয়। জিহ্না মানচিত্রাকক্তের ভায় দেখা যায়।

থুঝা-খাদ্য-মিষ্ট। পচা ডিচের ভায়। খাদ্য দ্ব্যে লবণ কম বোধ হয়। রুটি গুল্লি এবং তিক্ক লাগে।

জিহ্না-পুনঃ পুনঃ জিহ্না দথশন করে। জিহ্না সাদা কোটাঙ্গ-যুক্ত। বেদনা-যুক্ত মৃদুত। তালুতে বেদনা এবং চোক গোলিতে কঠো বোধ হয়।

মুখ-মুখ ক্ষতি উহা দেখিতে গরমির ঘায়ের ভায় (অত্যন্ত পারদ বায়-হারের পর)। গোটা গোটাময় জিহ্না। যাপন নামক কফের ইহা একটি প্রধান উদয়।

ভিরিটামু-খাদ্য-তিক। মিষ্ট। পচা।

জিহ্না-শীতল এবং সুখুচিত। কীট, শুক্র, ফটা এবং লাল। সাদা এবং তৎসঙ্গে জিহ্নার পার্শ্বদ্বয় ও অগ্রভাগ লাল। হরিধর্ম কচাবর্কের ক্রেদযুক্ত। জিহ্নার পশ্চাদিকে কালবর্ণ। কথা আভায়। জিহ্না অত্যন্ত তারী (বিশেষঃ টাইফোনেড্য অবস্থায়)।

মুখ-গুড় অত্যন্ত ফেনপূর্ণ। মুখ দিয়া সর্বদা লালা উদ্ধারণ হয়।

ভিরিটামু-ভিরিথি-জিহ্না হরিধর্ম ও তমলে লাল ডোঁ ডোঁ। মুখ-মুখ হইতে অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ।

জিফ্যাম-খাদ্য মিষ্ট। তিক। তামাট।

জিহ্না-শুক্ত, কথা কহিতে চায় না। জিহ্নার পশ্চাদিকে ক্রেদের ও গুড় মুখের পীড়ায়)। জিহ্নার নিঃসরণ ফটা, তদরূপ কথা বলিতে বোধ হয়। 'ফটাভর্ণ। অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ। জিহ্না সাদা কোটাঙ্গ-যুক্ত ও অত্যন্ত শাল। পশ্চাদিকে হরিধর্ম সাদা কোটাঙ্গ।